বেপরোয়া

শিশু-উপন্যাস

শ্রীঅখিল নিয়োগী

জন্মাষ্টমী—১৩৩৫

সোল এজেণ্ট—
কুলজা সাহিত্য-মন্দির
৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅখিল নিয়োগী
৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

—এই লেখকের—

বাঘমামা	-	-	।৵০
পরীর দৃষ্টি	-	-	।৵০
স্বপন-পুরী	-	-	৸০
বাপ্পাদিত্য	-	-	।৵০

সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬নং চাল্‌তা বাগান লেন,
কলিকাতা।

দু'টি কথা

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে বেপরোয়া ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৪ সনে শিশু-সাথীতে বেরিয়েছিল।

সেই সময়ই লেখাটার ওপর ছেলেদের একটা বিশেষ দৃষ্টি দেখে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু এটাকে পুস্তকাকারে বের করতে অনুরোধ করেন।

তারই ফলে আমার হাতে এই প্রথম শিশু-উপন্যাসের জন্ম।

বইখানা লিখতে আমার বন্ধু 'খোকাখুকুর' সুযোগ্য রূপকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্ত, শিল্পী বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বিনয় সেনগুপ্তের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি।

তা ছাড়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি বন্ধু শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর অযাচিত দানও নেহাৎ কম নয়।

আজকের দিনে তাঁদের কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে।

আর সব চাইতে বেশী মনে পড়ছে বাঙলার ভাই-বোন্‌দের হাসি-খুসী মাখা মুখ—যাদের আগ্রহ না পেলে আমার এ শিশু-উপন্যাসের প্রচেষ্টা বোধ করি শিশু-সাথীর পাতাতেই আট্‌কে থাকত।

৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

সাহিত্যভূষণ,

সুপ্রিয়েষু,—

বন্ধু,

নিছক সাহিত্য-সাধনার জন্যে যে দিন এক কপর্দ্দকও হাতে না নিয়ে, নিতান্ত নিঃস্বের মতো তোমার বেপরোয়া কর্ম্মজীবন সুরু করেছিলে...সে দিন তোমার এই সখ্য-গর্ব্বিত বন্ধুটি তোমার পাশে থাক্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

আজ সেই পবিত্র দিনটির কথা স্মরণ ক'রে আমার "বেপরোয়া" তোমার বেপরোয়া জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে ধন্য হলুম।

ইতি-

তোমার

নিয়োগী

মায়ের পায়ের ধুলো যাত্রা পথে অক্ষয় কবচ হ'য়ে থাকবে।

পৌষের প্রথমটা

সবে ব্যাংসবি

কোন ছোড়

দীন কাঁচাপ

ভেতর থেকে

কি ক
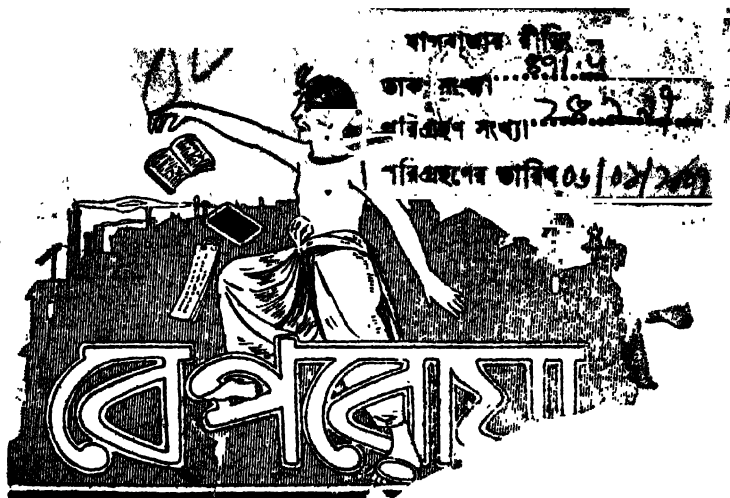
ধরা পড়ে গেলুম। কোচড়েও যে ডজন-দুই আধপাকা পেয়ারা জমা রেখেছিলুম তা আর মনে ছিল না। মা আঁচল

দিদির ছেলে টিক্‌টিকি একটা আস্তো পেয়ারা মুখে পুরে দিলে। মা হাঁ-হাঁ করে তাকে ধর্‌তে যেতেই সুযোগ বুঝে আমি একছুটে পড়বার ঘরে এসে ভূগোলখানা খুলে চেঁচিয়ে পড়তে সুরু করে দিলুম—"রংপুর—অ্যা—রংপুর—রংপুর-জেলার প্রধান নগর রংপুর—তামাকের জন্য বিখ্যাত—"

এমন সময় মা হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকে বল্লেন, "ছেলের পড়ার চাড় দেখ না—যা, তোকে পড়তে হবে না, একখানা গাড়ী ডেকে আন দেখি শীগ্‌গীর।"—হাঁ করে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খুব একটা বড় রকম শাস্তিরই আশঙ্কা কচ্ছিলুম, এমন সময় কি না গাড়ী ডাক্‌তে হবে!

একটু সাহস পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লুম "কোথায় বেড়াতে যাবে মা?"

মা বল্লেন—আমার ছেলে বেলার সই এসেছে, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবার কথা আছে। গাড়ী ডেকে যখন মার সইয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম তখন বিকেল হয়ে গেছে।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুক্‌লুম। বাইরের ঘরে কেউ নেই, তারপর একটা সরুগলি পেরিয়ে ভেতরের উঠানেতে ঢুক্‌তেই দেখ্‌তে পেলুম ঠিক মার বয়সী আর আমার মেজদির বয়সী দু'জন মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে হাস্‌তে হাস্‌তে মাটীতে গড়িয়ে পড়ছে।

বয়সে যিনি বড়, আমাদের পায়ের শব্দ শুনে তিনি হাসি চেপে—উঠে মাকে দেখে অবাক হয়ে বল্লেন—একি বাসন্তী যে !

মা বল্লেন, হাঁ, তোরা এখানে এয়েছিস্ শুনে দেখতে এলুম—তোর বিয়ের পর তো ছ্যাখা শুনো নেই।—তবু ভাগ্যি চিন্‌তে পেরেছিস্ ! আমি ভাবছিলুম বুঝি চিন্‌তেই পারবিনে। মার সই হেসে বল্লেন—তা বই কি, তোরাই শুধু চিন্‌তে পারিস্ আমরা বুঝি ভুলে যাই ?

মেজদির বয়সী মেয়েটী হাঁ করে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মার সই বল্লেন,—অরুণা নমস্কার কর্, তোর মাসিমা হয় যে ! মেয়েটী মার পায়ে প্রণাম কর্‌লে। মার চোখের ইসারায় আমি আর মেজদিও তাঁকে নমস্কার করলুম। মা আমাদেরও বলে দিলেন—এঁকে মাসিমা বলে ডেকো—বুঝ্‌লে ?

মাসিমা বল্লেন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বোস্ না বাসন্তী ! তারপর সেই মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—যা তো মা অরুণ, তোর মাসিমার বোস্‌বার জন্য একটা আসন এনে দে।

মা বল্লেন—তা না হয় বস্‌ছি। কিন্তু তোরা এত হাসা-হাসি কচ্ছিলি কেন বল্ দেখি ? মাসিমা আবার ফিক্ করে হেসে ফেল্লেন ; বল্লেন—ও আমার ছোট ছেলে নাড়ুর কাণ্ড !

অরুণদি আসন নিয়ে ফিরে আসতে, মা তার হাত থেকে আসনটা টেনে নিয়ে বসে বল্লেন—কি কাণ্ড করেছে নাড়ু ?

মাসিমা মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে দেয়ালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন ঐ যে—চেয়ে দেখি দেয়ালের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্য্যন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে কে লিখে রেখেছে—"আর একবার সাধিলেই খাইব।"

মা হাস্‌তে হাস্‌তে মাসিমাকে জিজ্ঞেস্ করলেন—সে আবার কিরে ?

মাসিমা বল্লেন—এখানে এক্‌জিবিসন্ হচ্ছে না কোথায় ? সকাল বেলা উঠে ও বল্লে—বেলা আটটার মধ্যে ভাত চাই ; খেয়ে দেখ্‌তে যাবে। শীতের সকাল অত শিগ্‌গীর কি আর রান্না হয় ? তাই বাবুর হ'ল রাগ। না খেয়েই এক্‌জিবিসন্ দেখ্‌তে গেল। ফিরে আস্‌তে আমি ও অরুণ কত সাধাসাধি —নাঃ খাবে না—এইতো আমাদের খাওয়ার আগেও কত ডেকে গেলুম—কিছুতেই এল না। তারপর আমরা খেতে গেছি, কোন্ ফাঁকে এসে গোদা-গোদা অক্ষরে ঐ যে লিখে রেখে গেছে !

সব শুনে আমরা তো হেসে খুন—ভারি মজার লোক তো !

মাসিমা অরুণ দিদিকে ডেকে বল্লেন—যাতো অরুণ, ওর

খাবারটা আলাদা করে ঢেকে আয়—অরুণ দি ততক্ষণ মেজদির সঙ্গে ভাব করে খুব গল্প জমিয়ে তুলেছে। মাসিমার ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বল্লে—রেখেছি, রান্নাঘরে ঢেকে, খাবে—'খন।

মেজদি অরুণদির সঙ্গে গল্প কচ্ছে—আজকাল কি প্যাটার্ণের চুড়ির আদর বেশী। মেয়েদের ধরণই ঐ, দেখা হলেই চুড়ির গল্প, ব্লাউজের গল্প! যখন আর কিছু বলবার থাকে না—তখন কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস্ ভাই—কি রান্না হয়েছিল তোদের—এমন তরো, হু-উ-উ—চক্ষে যা দেখতে পারি না তাই!

এদিকে চেয়ে দেখি মা আর মাসিমাও কম নন। তাদেরও গল্প চল্‌ছে ছেলে বেলায় আম বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা আম খাওয়ার কথা—পুতুলের বিয়ে—এমন আবোল তাবোল কত কি! উঁইয়ের ঢিপির মাথাটা ভেঙ্গে দিলে সব উঁই যেমন কিলবিল করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে—খোলা রাস্তা পেয়ে মা আর মাসিমার গল্পের ধারাও ঠিক তেমনি ক্রমাগত একটীর পর একটী বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম ভাব করি এমন তরো কেউ নেই। তাই হাঁ করে মাসিমাদের গল্প গিল্‌তে লাগ্‌লেম। এমন সময় খুট্ করে একটা শব্দ হতেই পেছন ফিরে দেখি—

প্রায় আমার বয়সীই একটী ছেলে পা টিপে টিপে রান্না ঘরের শেকল খুলে ভেতরে ঢুক্‌ছে।

মা কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাসিমা চোখের ইসারায় তাঁকে বারণ করলেন।

কাউকে আর কিছু বল্‌তে হ'ল না। মুহূর্ত্ত পরেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এসে হাত পা ছুড়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—আমি খাবো না—কিছুতেই খাবোনা,—কেন? কেন বল্লে ডিমের ডালনা রেখেছি—চিংড়িমাছ ভাজা রেখেছি—তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্লে—ঐ পোড়ামুখী ছোড়দি বুঝি সব খেয়ে নিয়েছে?

অরুণদি এইবার তার গহনার গল্প থামিয়ে বল্লে—হ্যাঁ আমি খেয়েছি? আমি তোরটা খেতে যাব কেন রে?

তবে কোথায় গেল আমার ডিমের ডালনা—দে শীগ্‌গীর আমার চিংড়ি ভাজা—বলে ছেলেটী দুম্ দুম্ করে পা ফেলে এদিক সেদিক ছুটোছুটী করতে লাগল।

মাসিমা উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বসিয়ে গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—আজ তো ফুরিয়ে গেছে, আর একদিন করে দেবো'খন।

নাড়ু মাথা নেড়ে বল্লে—হুঃ তা বৈ'কি—ফুরিয়ে গেছে? আমায় ফাঁকি দিয়ে খাওয়াবার জন্যে—তারপর হঠাৎ, নাঃ—

আমি খাবো না—কিছুতেই খাবো না—বলে চেঁচিয়ে উঠে, এক ছুটে মাসিমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

মাসিমা ফিক্‌করে হেসে ফেল্লেন।

মা শুধোলেন—একি ছেলেরে তোর? মাসিমা হাসতে হাসতে বল্লেন,—"ওই রকমই।"

"তা ইনিই বা কম কি, এই তো পেয়ারা গাছ থেকে টেনে নাবিয়ে নিয়ে এলুম"—এই বলে মা আমার দিকে তাকালেন। মাসিমা তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমায় বল্লেন—সত্যি নাকি রে? তা'হলে তোদের ছুটিতে মিলবে ভালো।

আমি মাসিমার বুকে মুখ গুঁজে চোক পিট্ পিট্ কত্তে লাগলুম—সত্যি নাড়ুকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

মা বল্লেন—বাইরে থেকে নাড়ুকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমিও তাই চাই। নাড়ুর সঙ্গে ভাব করতে আমার সমস্ত মনটা বল্‌গা-ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল। পা টিপে বাইরের ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি দরজার দিকে পেছন দিয়ে নাড়ু পা দোলাতে দোলাতে আপন মনে বল্‌ছে—কেন আমায় মিথ্যে বলে খাওয়াতে চাইলে—সেই জন্যই তো আমার রাগ হ'ল।

ছোড়দি পোড়ামুখী আমার খাবারগুলা খেয়ে নিলে কেন? আর যদিই বা খেয়ে থাকে তবে অমন করে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল

কেন? ভাল করে বল্লে কি আর আমি খেতুম না?—অভিমানে তাহার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়াতে লাগলো।

আস্তে আস্তে বল্লুম,—"ডাকছে।" সে বোধ হয় আমার

আস্তে আস্তে বল্লুম "ডাক্‌ছে"

কথা শুন্‌তে পেলে না, জানালার ফাঁক দিয়ে জল ভরা চোখ

হুটী তুলে রাখ্‌লে। আবার ডাকলুম—"মাসিমা ডাক্‌ছে যে"—আমার সাড়া পেয়ে ফস্‌ করে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি—?"

আমি সেই কথাই আবার বল্লুম। নাড়ু আস্তে আস্তে কাছে এসে আমার হাত ধরে বল্লে—বোস্‌। তার পাশে বস্‌লুম। সে বল্লে তোর নাম কিরে? "নীলে"। আবার বল্লে আমার নাম তো শুনেছিস্‌? ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

নাড়ু বল্লে আজ যে মার সইয়ের আস্‌বার কথা ছিল, তুই সেই বাসা থেকে আস্‌ছিস্‌ বুঝি? আমি বল্লুম আমার মা-ই তোমার মার সই। নাড়ু বল্লে—ও বুঝেছি।

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠ্‌লো আজকে আমার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করিস্‌ নিতো?

আমি হাসি চেপে বল্লুম—কি কাণ্ড? খুব সংক্ষেপেই জবাব দিলে—এই যা সব দেখলি? বল্লুম, না আমার ও সব বড় ভাল লাগলো। এইবার নাড়ু খিল্‌খিল্‌ করে হেসে বল্লে—হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমি ও রকম করি রে—কিছু মনে করিস্‌ নি।

ও বাসা থেকে ফেরবার সময় নাড়ু আমায় এক কোণে ডেকে নিয়ে বল্লে, মাঝে মাঝে আস্‌বি তো আমাদের বাসায়; বড্ড একলা রে আমি—ভালো লাগে না।

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়ীতে উঠ্‌লুম

তার পর প্রায় মাস খানেক ন্যাড়ুর আর কোন খোঁজ খবর পাইনি। সেদিন খাবার সময় কথায় কথায় মা বল্লেন— নাড়ুতো তোদের ইস্কুলে ভর্ত্তি হবে রে। আমি জিজ্ঞেস্

টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা কচ্ছি—পৃঃ ১২

করলুম—কবে গিয়েছিলে ওদের বাসায়! মা বল্লেন, তোর মেজদি এসে যে বল্লে। ও প্রায়ই ও বাসায় যায় কিনা।

এর দুদিন পরের কথা বলছি। আঁকের ক্লাশের পেছনের বেঞ্চিতে বসে বুড়ো মাষ্টারের ইয়া বড় টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা কচ্ছি—এমন সময় সিধু বাইরে থেকে ঘূরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে আমাদের ক্লাশে একজন নূতন ছেলে ভর্ত্তি হ'ল।

খানিক বাদেই দপ্তরী এসে নাড়ুকে আমাদের ক্লাশে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে পাশে এসে বস্‌ল। দিব্যি শান্ত শিষ্ট মানুষটী। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই, পেটে পেটে এর কি বুদ্ধি খেল্‌ছে।

নাড়ু রীতিমত ক্লাশে আস্‌ত, আর আমার পাশটী ছিল তার বস্‌বার যায়গা। ক্লাশের কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মুখচোরা ছেলেটাই একদিন সকলের সর্দ্দার হয়ে দাঁড়াবে।

ক্লাশের মধ্যে আমার প্রতাপটাই ছিল সকলের চাইতে বেশী। সোজা কথায় আমিই এতদিন সকলকার মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে এসেছি। কি করে আমার হাতের ডাণ্ডা ধীরে ধীরে নাড়ুর হাতে গিয়ে উঠ্‌ল সেই কথাই এখন বলতে চেষ্টা করবো।

আমাদের যে দলটার কথা বল্লুম, তাকে ছোটখাটো অনেক কিছুই করতে হতো। পাড়ায় ভালো ভালো ফলের বাগান থেকে রাতারাতি ফল চুরী—ও পাড়ার মিত্তির দলের সঙ্গে

ঝগড়া—তাদের জব্দ করবার উপায় ঠাওরানো—দুষ্ট মাষ্টারকে শায়েস্তা করা—এই সব ছিল আমাদের কাজের অঙ্গ।

নাড়ু যখন আমাদের ক্লাশে ভর্ত্তি হলো, ঠিক সেই সময়টাতে এক পণ্ডিত আমাদের বড় জ্বালাতন কচ্ছিল। কি করে তাকে জব্দ করা যায়—অনেক দিন থেকেই তার জল্পনা কল্পনা চলছিল। দলের একটা নিয়ম ছিল—কোন সমস্যা উঠ্‌লে লটারী করে একজন বিশিষ্ট সভ্যকে কাজের ভার দেওয়া হবে। কি উপায়ে কাজটা সম্পন্ন হবে, সেইটে নিয়েই আমাদের সমিতি মাথা ঘামাচ্ছিল, কাজেই লটারীর কথা আর ওঠেনি মোটেই। আমরা মাষ্টার ঠেঙ্গানো বিদ্যা তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। কারণ আমাদের বয়স ছিল কাঁচা। তারপর তেমন শক্তিও ছিল না, আর বাড়ীতে প্রহারের ভয় যে না ছিল তা বলতে পারিনে।

এর মাস দুই পর—এক দিনের কথা বেশ মনে আছে। পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল সকলের শেষে। কি একটা সামান্য কথা নিয়ে পণ্ডিত মশাই ক্লাশে একটী ছেলেকে বেদম প্রহার কর্‌লেন। ইস্কুল ছুটী হবার পর আমরা সকলে মিলে একটা পোড়ো বাড়ীর পেছনে বুড়ো একটা বটগাছের তলায় গিয়ে জড় হলুম। ঠিক হ'ল আর নয়—পণ্ডিতের একটু সাজা হওয়া খুবই দরকার।

আমি বল্লুম—"সে তো নিশ্চয়ই। বাজে কথা ছেড়ে লটারী কর—যার নাম উঠ্‌বে সে নিজের উপায় নিজেই ঠাউরে

বাজে কথা ছেড়ে লটারী কর—

নেবে—উপায়ের আশায় বসে থাকলে, সাতজন্মেও পণ্ডিতকে শায়েস্তা করা যাবে না।"

সকলেই আমার মতে মত দিলে। লটারী হ'ল। ভার পড়ল গিয়ে অমরের উপর। বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ। বয়সেও সকলের ছোট, সে ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"আমি পারবো না নীলুদা।" ছেলেরা বল্লে—"পারতেই হবে তোকে। লটারীতে নাম উঠেছে যখন, একাজ তখন তোকেই কর্‌তে হবে।"

বেচারী মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বল্লে, "পণ্ডিতমশায় আমায় পড়ান যে"—সত্যি, তার পক্ষে বিঘ্ন ছিল যথেষ্টই। অমরকে সকাল সন্ধ্যে দুবেলাই পণ্ডিতের কাছে পড়্‌তে হ'তো। পণ্ডিত মশাইকে শায়েস্তা করতে গিয়ে যদিই বা তার কোপানল থেকে রেহাই পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার বাবার তরফ থেকেও আশঙ্কা নেহাৎ কম নয়। অমরের বাবা বেশ রাসভারী লোক। ছেলের এ বখামো তিনি কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌বেন না। কিন্তু হ'লে কি হবে, বয়স তখন আমাদের কাঁচা—রক্তগরম, কাজেই তার এ কাপুরুষতার প্রশ্রয় ত কিছুতেই আমরা দিতে পারিনে। তার ওপর আমি হলুম দলের মোড়ল। আমার কথারও তো একটা মূল্য আছে। তাই বল্লুম—"তা হ'লে তো চলবে না অমর, সমিতির স্বার্থের জন্য এ তোমার করতেই হবে।"

বেচারীর চোখ দিয়ে টপ্‌ করে দুফোটা জল পড়ল, সে

আমার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, "নীলুদা—" তার মুখে আর কথা ফুটলো না।—কিন্তু তার হয়ে কথার জবাব দিলে নাড়ু, নাড়ু যে ছুটীর পরে আমাদের সঙ্গে এয়েছে তা আমি লক্ষ্য করিনি, এতক্ষণ সে বোধ হয় পেছনে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বল্লে, "নীলে, ওর হয়ে আমি যদি এ কাজের ভার নি, তা হ'লে কারো আপত্তি আছে?"

এইবার সকলের চোখ গিয়ে পড়ল নাড়ুর উপর। নাড়ু কিন্তু দম্‌লে না—আমার চোখের উপর চোখ রেখে ছুটো সোজাকথায় বল্লে, "কি বল?" বেশ মনে আছে সে দিন নাড়ুকে এইরকম আপনা থেকে এসে অন্যের ভার নিজের মাথায় তুলে নিতে দেখে কী লজ্জা পেয়েছিলুম!

গৌরবের রাজটীকা তো আমার কপালে উঠতে পারতো। দলের মোড়ল আমি, যদি সেধে এভার আমি নিজের ঘাড়ে তুলে নিতুম, তা'হ'লে দলে আমার মাথা আরো উঁচু বই নীচু হ'ত না। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। গৌরব যার জন্য ছিল সে তো কুড়িয়ে নেয়নি—রাজটীকা আপনিই তার কপালে গিয়ে বসেছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে নাড়ু আবার শুধোলে— "তা হ'লে আপত্তি নেইতো?" আমি বল্লুম—"না আপত্তি আর কি, তুমি যদি সেধে ওর ভার নাও তো ভালই।" নাড়ু

বল্লে—হ্যাঁ, আমিই ওর হ'য়ে পণ্ডিতকে শায়েস্তা করবার ভার নিলুম।"

মনে একরকম বোঝা চাপিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। যে ঘটনার উল্লেখ করলুম সেটা হয় তো খুবই সমান্য। কিন্তু, আমার শুধু ঘুরে ফিরে এই কথাটাই মনে হতে লাগ্‌ল—সেই বা কেন যেচে অমরের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে, আমিই বা নিলুম না কেন? এতদিন দলের নেতা হয়ে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করেছি। ক্ষমতাও যে নেহাৎ কম দেখিয়েছি তা নয়। দলের সক্কলেই আমাকে মেনে চল্‌ত, এইটাই যে ছিল আমার সকলকার সেরা গর্ব্ব।

আজ যেন কে থেকে থেকে আমার কাণে কাণে বল্‌তে লাগল, রাশ ধরবার খাঁটীলোক মিলেছে নীলু, তোমার কাজ ফুরোলো, তাই মনে হলো—এতদিন ধরে শুধু সর্দ্দারীই করে এলুম, কিন্তু কৈ কারো দুঃখের বোঝা বইবার তো কোন চেষ্টা করিনি! আজ তাই মনে হতে লাগ্‌ল—হুকুম করতে হ'লে হুকুম মানতেও হয়। এতদিন্ যে ডাণ্ডা সক্কলের মাথার উপর ঘুরিয়েছি, সেই ডাণ্ডা গুলো যেন ঠিক হিসেব মতো নিজের মাথায় পড়তে লাগ্‌ল।

সেদিন রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'ল না। আবার এও ভাবলুম —নাড়ু ভার নিলে বটে, কিন্তু কি ভাবে যে কাজ শেষ কর্‌বে,

তা কিছু বল্লে না। ও নূতন ছেলে সোজাসুজি পণ্ডিতকে মার লাগাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে, তবে সমস্ত ঝোঁকটা আমাকেই সামলাতে হবে। কারণ নাড়ু ধরা পড়লে এটা জানতে আর বেগ পেতে হবে না যে, যাদের কথায় নাড়ু এমনতর কাজ করতে গিয়েছিল, সে দলের সর্দ্দার আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

খুব সকালে উঠে নাড়ুদের বাড়ীতে গেলুম। গিয়ে দেখি তার চার বছরের বোনের সঙ্গে ছোট্টটী হয়ে সে পুতুল খেলছে —এ যেন এক নূতন মানুষ। কে বলবে কাল এই নাড়ুই অন্যের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল!

দলের সর্দ্দার হিসাবে নিজের উপর শ্রদ্ধা আমার বরাবরই ছিল, আর নিজের গুরুত্বও যখন তখন ছেলে মহলে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। কিন্তু এ ছেলেটা কি? এর ভেতর এমন কি শক্তি আছে, যার বলে এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েও দিব্যি পুতুল খেলায় ব্যস্ত! এক কোণে ডেকে নিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে বল্লুম, "যে কাজটা হাতে নিয়েছ সেটা ঠিক করতে পারবে তো?"

সে ঘাড় নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "সে-জন্য তোমার ভাব্‌তে হবে না ? আমি ঠিক করে দেবো। আমি বল্লুম—"হ্যাঁ, বুঝে শুনে কাজ কর্‌বে, আবার পণ্ডিতকে ঠকাতে যেও না যেন।" নাড়ু হা-হা করে হেসে শুধু বল্লে—"পাগল।" বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু সারা রবিবারটা বেশ একটা দুর্ভাবনার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালুম।

সোমবার দিন সকাল সকাল ক্লাশে গিয়ে হাজির হলুম। আমার মতো অনেকেই আজ আগে থাকতে ক্লাশে এয়েছে। কারণ নাড়ু নূতন ছেলে, তার পর, এখনও অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয়ই নাই। সকলেই আমায় জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে লাগল—"নাড়ু কি করবে ?"

আমি বল্লুম—"তোমরাও যেমন জান আমি তার চাইতে কিছুই বেশী জানিনে। ক্লাশে এলে জিজ্ঞেস্‌ করে দেখতে পার।" ঘণ্টা বাজবার কিছু আগে রোজকার মতো নাড়ু নিজের যায়গাটাতে বস্‌লে। সকলে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন কর্‌তে লাগল। নাড়ু তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে বল্লে, "তোমাদের কারো ভয় নেই, মারামারির ভেতর যাবো না। খুব সহজ উপায়েই আমি পণ্ডিতকে জব্দ করবো।"

ঘণ্টা পড়্‌ল। রোজকার মত ক্লাশ চল্‌তে লাগ্‌লো।

সেদিন পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল ঠিক টিফিনের পর। পণ্ডিত মশায়ের একটা বড় বদ দোষ ছিল, তিনি পড়াতে পড়াতে
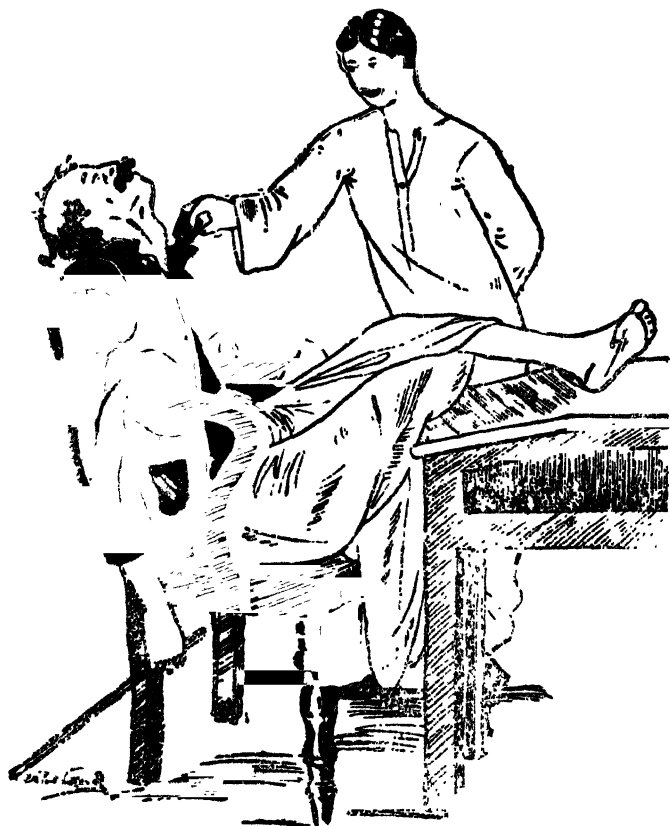
সবগুলো পিঁপ্ড়ে ছেড়ে দিলে—পৃঃ ২১

ঢুলতে সুরু করে দিতেন। সেদিনও খানিকটা পড়াবার পরই পণ্ডিতের হাতের বই টেবিলের উপর থেকে দপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে পণ্ডিতের মাথাটা পেছনে ঝুলে পড়্‌ল—না তারপর দেখি নাকটাও বেশ একটু ডাক্‌ছে!

ছেলেরা সুযোগ বুঝে বেশ গোলমাল সুরু করে দিলে। একটা ছেলে আবার পণ্ডিতের টিকির সঙ্গে সুতো বাঁধতে যাচ্ছিল—এমন সময় নাড়ু চাপা গলায় বল্লে, "সব চুপ।"

নাড়ুর কথায় যে যার যায়গায় গিয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে বস্‌লে। নাড়ু আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা শিশি বের করলে। সকলে দেখলে শিশিটা বড় বড় লাল পিঁপ্‌ড়েয় ভর্ত্তি—সব্বাই শুধোলে "এ কি হবে?

নাড়ু বল্লে দেখ না মজাটা। এইবলে উঠে গিয়ে পণ্ডিতের কোটের গলাটা একটু ফাঁক করে শিশির ছিপিখুলে সবগুলো পিঁপ্‌ড়ে ছেড়ে দিলে। ক্লাশময় একটা চাপা হাসির ঢেউ চলে গেল।

নাড়ু বল্লে—চুপ-চুপ যে যার পড়া করো।" সকলে তখন খুব মনযোগী হয়ে যে যার পড়ায় মন দিলে।

খানিক বাদে পণ্ডিত হঠাৎ তিড়িক্ করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লো। তারপর বই খানা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ রগড়ে বল্লে, হ্যা-হ্যা পড়া দাও। আমরা আড়চোখে দেখছে

লাগ্‌লুম পণ্ডিত দু'এক জনকে পড়া জিজ্ঞেস্ কচ্ছে আর থেকে থেকে গা নাড়া দিয়ে আবার চেয়ারে বস্‌ছে।

লাফাতে লাফাতে......বেরিয়ে গেল

তারপর খানিক বাদে আর যাবে কোথা, লাফিয়ে উঠে কোট ছুড়ে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ক্লাশে হৈঁ হৈ চীৎকার সুরু হয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে বল্লুম—সব চুপ করো পণ্ডিত হয়তো এক্ষুণি হেড্ মাষ্টারকে ডেকে নিয়ে আস্‌বে।

সনৎ বল্লে, হ্যাঁ পণ্ডিত যাবে হেড্‌মাষ্টারকে ডাক্‌তে, তুমি পাগল হয়েছ?

কথাটা ঠিক। পণ্ডিত মশাই আমাদের উপর যতটা অত্যাচারই করুন না কেন, হেড্‌মাষ্টারকে তিনি বাঘের মতো ভয় করেন, তা ক্লাশ শুদ্ধ সকলকারই জানা ছিল।

আমাদের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন হ্যাট কোট পরা ইংরিজী-নবীশ লোক। মুখে সব সময়ই তাঁর ইংরেজী বুলির খৈ ফুট্‌তো। পণ্ডিত মশায়ের ইংরিজী না জানাই ছিল, তাঁর ভয়ের একমাত্র কারণ। তবু সাবধানের মার নাই। একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলুম পণ্ডিত মশাই কোথায় আছেন দেখ্‌তে। সে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বল্লে, পণ্ডিত মশাই বাড়ীর দিকে চোঁচা দৌড় মেরেছেন।

যাতে আমাদের ওপর সন্দেহ না হয় সেজন্য চেষ্টার ক্রুটী ছিল না।

ইস্কুল ছুটী হতে পণ্ডিতের জামাটা নিয়ে আমরা জনা কয়েক তাঁর বাড়ীতে হাজির হলুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিত জ্বরে ধুঁক্‌ছে, ঔষধের গুণ দেখে আমরা এ ওর মুখ চেয়ে একটু

চাপা হাসি হেসে নিলুম। তারপর কোটটা ফিরিয়ে দিয়ে, হঠাৎ এমনভাবে চলে আসার কারণ শুধোতে—পণ্ডিত শুধু জবাব দিলে, শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তাই চলে এলুম রে। এর বেশী আর কিছু তার মুখ থেকে আমরা বের করতে পারলুম না।

আমাদের জানবারও তেমন আগ্রহ ছিল না। মনে পড়ে সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে খুব একচোট হেসে-ছিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে সকলেই, বিশেষ করে যাদের উপর পণ্ডিতমশাই অত্যাচার করেছেন তারা, নাড়ুকে খুব মেনে চল্‌ত। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যারা কাউকে শাসনের গণ্ডীর ভেতর রাখ্‌তে চান না—তবু দশজনে তাকে মেনে চলে। নাড়ুর সম্মানও অনেকটা তেমনি পাওয়া। সে কারো ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা না করলেও ক্লাশের সকলেই তার আধিপত্য চাইত, আর সমিতির কাজ ছাড়া নিজেদের সামান্য সামান্য কাজেও মত নিতো। এমনি করে দলের প্রত্যেকের মনে মনে যে পাকাপোক্ত আসন নাড়ু পে'ল, তা থেকে সরাবার ক্ষমতা আমার কেন, কারুরই রইল না।

এরপর কদিন আমাদের বেশ আরামে কেটে ছিল। পণ্ডিতের তাড়া নেই—বল্লাছাড়া ঘোড়ার মতো চল্‌ছিলাম

আমরা বেশ। কিন্তু জ্বর তো কারো চিরদিন থাকে না— পণ্ডিতেরো থাকলো না।

সেদিন ক্লাশে যেতেই অমর এসে খবর দিলে পণ্ডিত ভালো হয়ে গেছে, আজ ক্লাশে আস্‌বে। রোদ-চন্‌চনে পুকুরের বুকে হঠাৎ কাল্ বৈশেখী মেঘের ছায়া পড়্‌লে যেমনতর দেখায়, এই সু-খবরটা শুনে আমাদের ক্লাশের দশাও ঠিক তেমনি হ'ল।

একটী ছেলের মনে বোধ হয় আশা ছিল—পণ্ডিতের জ্বর ছাড়েনি। আস্তে আস্তে অমরকে শুধোলো—আচ্ছা সত্যিই কি আস্‌বে? তুমি কি করে জান্‌লে ভাই?

অমর বল্লে—বাঃ আমায় পণ্ডিত আজ সকালে পড়াতে এসেছিল যে।

সে বল্লে—সত্যি নাকি?

অমর বল্লে—হ্যাঁ, আর আমায় কত দোষ দিলে, সেদিন মুখে বলেনি বটে, কিন্তু তার এটা মনে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, একাজ আমাদেরই।

আমি বল্লুম—পণ্ডিতকে ছাড়িয়ে দেনা, ও ছাড়া কি তুনিয়ায় আর মাষ্টার নেই?

অমর বল্লে—আচ্ছা ভাই এত ভালো লোকে মরে ওর কি মরণ নেই।

এইবার নাড়ু হেসে বল্লে—"আরে পণ্ডিত মর্‌লে কি হবে তোর যে বাবা বেঁচে—আবার ঐ রকম এক পণ্ডিত এনে হাজির করবে। যতদিন বাবা আছে—নিস্তার নেই বাবাজী।" ক্লাশ শুদ্ধ সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা মনে করেছিলুম জ্বরে ভুগে ভুগে পণ্ডিত মশাই বেশ একটু শায়েস্তা হয়েছেন। কিন্তু দেখি সে দিক দিয়েই নয়। বরং তার আক্রোশটা যেন আরো বেড়ে গেছে বলে বোধ হ'ল। তবে তার সন্দেহটা নাড়ুর ওপর না পড়ে কতক গুলো পুরানো দাগী নাম-করা ছেলের উপরেই ছিল।

এর মাসখানেক পরেই আমাদের দলের হরিশ বলে একটী ছেলে পণ্ডিতের পড়ার ঠিক জবাব দিতে পারেনি বলে বেশ উত্তম মধ্যম এক চোট খেলে। সেদিন বোধ হয় পণ্ডিতের রাগটা একটু বেশী উগ্র হয়েছিল তাই শুধু প্রহারেই সেটা শান্ত হ'ল না। নাড়ুকে ডেকে বল্লে—"নাড়ু, এক টুকরো কাগজে ইংরেজীতে লিখে দাও তো ও কোনো পড়া করে না, আমি হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" আগেই বলেছি —পণ্ডিত মশাইয়ের ইংরেজী জানা ছিল না—তাই—কোনো লেখাপড়ার দরকার হ'লেই—তিনি নাড়ুর উপর সে ভারটা দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—নাড়ুই এ সব কাজের উপযুক্ত ছেলে।

আমরা দেখলুম আজ ব্যাপারটা তো অনেক দূর গড়াচ্ছে। সকলে মিলে বল্লুম—স্যার, আজকের মত ওকে মাপ করুন—কাল থেকে ঠিক পড়া করে আসবে।

পণ্ডিত তার টেকো মাথাটা দুলিয়ে বল্লে—"না না সে কিছুতেই হবে না—আমি ওকে নীচু ক্লাশে নামিয়ে দেবো।"

নাড়ু কিন্তু পণ্ডিতের কথায় খুব সায় দিয়ে বল্লে,—হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, আপনি ঠিক বলেছেন, নীচু ক্লাশে নামিয়ে দিলে ওরই উপকার হবে। আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি।" এই বলে খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখে পণ্ডিতের হাতে দিলে।

আমাদের একটা পশ্চিমে পাঙ্খাওয়ালা ছিল, সে পাখাও টানতো আর মাষ্টারদের ফরমাস্‌ও খাট্‌তো। পণ্ডিত মশাই তাকে দিয়ে কাগজখানা হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

ক্লাশ শুদ্ধ আমরা সকলে নাড়ুর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে রইলুম। হরিশ তো কাঁদ কাঁদ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলে ; কিন্তু তিনি পাথরের মূর্ত্তির মতো স্থির হয়ে রইলেন—তাঁর মত ওল্‌টাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘট্‌ল। হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পাঙ্খাওয়ালা এসে ক্লাশে ঢুক্‌লো। শুধু

পণ্ডিত মশাই নয় আমরা সকলে দেখে তো অবাক! প্রথমটা পণ্ডিতের মুখ দিয়ে কথাই বেরুলো না। তারপর ঝোঁকটা সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন—কি রে—কি হ'ল?

পাঙ্খাওয়ালা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে—"চিঠি দেখ্‌কে সাহেব কো বড়ি গোসা হো গিয়া, হামরা তো বাবু আচ্ছা মার লাগায়া—হাম এয়সা কাম কভি নেই কিয়া।"

পণ্ডিতের তখন হ'য়ে এসেছে। একেই তো হেডমাষ্টারকে পণ্ডিত ভয় করে চলতো—তার উপর এইকাণ্ড, তাই ভয় হ'ল ঝোঁকের মাথায় কি ফ্যাসাদই না বাধিয়ে বস্‌লেন। আস্তে আস্তে বললেন "কেনরে সাহেব রাগলে কেন?"

পাঙ্খাওয়ালা বল্লে—হাম কেইসে বলেঙ্গে বাবু? হামারা তো কুস্ কসুর নেই হুয়া—

এমন সময় নাড়ু লাফিয়ে উঠে বল্লে,—পণ্ডিতমশাই, হেডমাষ্টারের রাগ-তো হ'তেই পারে—নাঃ আপনি তো হরিশের নামে রিপোর্ট করে ভাল করেন নি।

পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বল্লে—কেন কেন?

নাড়ু বল্লে, আমি শুনেছি পণ্ডিতমশাই, কথাটা নাকি হেডমাষ্টারের কাণে গেছে যে আপনি ক্লাশ ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। তার ওপর আজ আবার হরিশের নামে রিপোর্ট করেছেন। হেডমাষ্টারের মনে এটা খুব ভাল রকম ধারণা

হয়ে গেছে, আপনি ক্লাশ চালাতেও পারেন না, আর ছেলেদেরও ঠিকমত শেখাতে পারেন না, এজন্য বোধ হয় এতটা রেগে গেছেন, তিনি যে—বেচারী পাঙ্খাওয়ালাকে সামনে পেয়ে তার উপরই সমস্ত ঝাল ঝেড়েছেন, আর তা' ছাড়া ছেলেদের নামে রিপোর্ট করাটা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না—। তাঁর ধারণা কি জানেন? যে মাষ্টার নিজে শেখাতে পারেন না—ছেলেদের নামে নালিশ করেন তিনিই—

নাড়ুর কথা শুনে পণ্ডিতের মুখ তো চূর্ণ—! বল্লেন, তুমি আমায় কথাটা আগে জানালে না কেন? নাড়ু বল্লে—তা কি আমার অতটা খেয়াল ছিল? আপনি লিখতে বল্লেন, আমি লিখে দিলুম। পণ্ডিতের মুখে আর রা নেই!

আমরা তো অবাক! কি করে কি ঘট্‌ল কিছুই বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতের ঘন্টার শেষে নাড়ুকে সকলে ঘিরে ধরলুম।

নাড়ু সবাইকে ঠাণ্ডা করে বল্লে, আরে—সত্যই কি আর রিপোর্ট করলে হেডমাষ্টার রেগে যায়? তা মোটেই নয়। আজ বেশ একটু মজা করেছি। আমরা ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, আঃ কি করেছ তাই বল না ছাই? নাড়ু হাসতে হাসতে বল্লে—কি লিখে দিয়েছিলুম জানিস? লিখেছিলুম The

বেপরোয়া

Pankhawalla Cannot Pull the Pankha well.
(পাখাওয়ালা ভাল রকম পাখা টানিতে পারে না)।

হেডমাষ্টার তো তাই পড়ে পাঙ্খাওয়ালাকে উত্তম মধ্যম বেশ দুঘা দিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিত কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছে।

দেখিস্ আমি বলে দিচ্ছি, বাছাধন আর কখনো কারো নামে রিপোর্ট করবে না।

সব শুনে ক্লাশশুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আমি বল্লুম, কিন্তু বেচারী পাখাওয়ালার কি দোষ, ওকে শুধু শুধু মার খাওয়ালি কেন?

নাড়ু হাসতে হাসতে বল্লে, আরে বুঝতে পাচ্ছিস্ নে? একঢিলে দু পাখী মারলুম।

আমি বল্লুম, সে আবার কি? নাড়ু বল্লে, আর কি? ঐ যে বেটা পাঙ্খাওয়ালাকে দেখ্ছো—ভাবছ খুব ভাল মানুষটী—কিন্তু মোটেই তা নয়। তোমাদের পিঠের ওপর যে তেল্তেলে বেতগুলো ভাঙ্গে, তাতো সব ওরি হাতের তৈরী। বেটা রোজ তেল দিয়ে মেজে কুচকুচে করে রাখে। আমি জানতুমও না এ কথা। সেদিন ছুটীর পর লাইব্রেরীতে একটু কাজ ছিল, ফেরবার মুখে দেখি বসে বসে বেত মাজ্ছে। বল্লুম ওগুলো ফেলে দে। তা বেটা জবাব দিলে কি শুন্বি? বলে,— আরে ঘাবরাতা কাহে? ইয়া তো বড়ি আচ্ছা চিজ্ হ্যায়।

রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল। সেইদিন থেকে আমি ভাবতে লাগলুম এমন একটা উপায় ঠাওরাতে হবে

ভয় নেই, আজকের মতো দোষ মাপ করলুম—পৃঃ ৩২

যাতে না কি পণ্ডিতও জব্দ হয় আর ও বেটাকেও বেশ একটু

শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এতদিন পরে আজকে তার সুযোগ পেলুম। নাড়ুর দুষ্টু চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

তার পর থেকে পণ্ডিত মশাই খুব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। মারধর করবার শক্তি যেন পণ্ডিত মশায়ের একেবারে শিশির খোলা কর্পূরের মতো উড়ে গেল।

সাপুড়েরা যেমন গাছের শেকড় দেখিয়ে বিষওয়ালা সাপকে কাবু করে রাখে, নাড়ুর তৈরী সেই ফুস্‌মন্তরের জোরে পণ্ডিত একেবারে ভাল মানুষটী হয়ে রইল।

এই ঘটনার তিন চার দিন পর সামান্য একটু সর্দ্দি জ্বর হওয়ায় একদিন ইস্কুলে যাইনি, বিকেলের দিকটায় দাদার আলমারী থেকে লুকিয়ে এনে একখানা বাঙ্‌লা উপন্যাস পড়ছিলাম—রাস্তার দিকে পায়ের আওয়াজ শুনে বইখানা লুকোতে যাবো—এমন সময় চেনা গলায় শুন্‌তে পেলাম—ভয় নেই, আজকের মত দোষ মাপ করলুম। হেসে আর একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম—একি, নাড়ু কি মনে করে?

নাড়ু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বল্‌লে— ইস্কুলে যাওনি, ভাবলুম—শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়—ফিরতি পথে একবার দেখে যাই

এতটা আশা করিনি।

তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ক্লাশের কেউতো এলো না—শুধু সে-ই আসে কেন? তা ছাড়া ওর বাসা এখান থেকে তো কম দূর নয়! নিজের যতটা সে আমাদের দিয়ে ফেলেছে—আমরা তো কৈ সাহস করে ততটা দিতে পারিনি। কোথায় যেন সঙ্কোচের একটা কাঁটা বিঁধ্‌তে থাকে—খোলাখুলি ধরে দিতে দেয় না।

নাড়ু বল্লে, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আমার পেট ভরবে না। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে—একবার বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে এসো।

চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে—একবুক আনন্দের বোঝা নিয়ে ছুটলুম মার কাছে খাবার আন্‌তে।

সব শুনে মা বল্লেন—আঃ কি যে তোদের কাজের ছিরি বুঝতে পারিনে। ওকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছিস্ কেন? ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—আমার সাম্‌নে বসে খাবেখ'ন।

দুজনে পাশাপাশি জলখাবার খেতে বস্‌লুম। খেতে খেতে নাড়ু বল্লে, পণ্ডিত আবার দুষ্টুমী সুরু করেছে রে। আমি উৎসুক হয়ে বল্লুম সে কি? আবার কোন পথে? নাড়ু হেসে বল্লে, ভয় নেই এবার অহিংস উপায়ে। আমি বল্লুম—সে আবার কি?

নাড়ু বল্লে, এবার মারধর ও নয়—রিপোর্ট ও নয়, এবার শুধু কথায় মার প্যাঁচ।· সত্যি ভাই আজকাল এমন সব টিপ্পনী দিয়ে কথা বল্‌ছে যে, পিত্তি শুদ্ধ জ্বলে ওঠে। আমি চোখ বুজে বল্লুম—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!"

নাড়ু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—না,—কথা দিয়েই কথার মুখ বন্ধ করতে হবে।

সন্ধ্যে পর্য্যন্ত নাড়ুর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্ত্তা চল্‌ল।

যাবার সময় আমার পিঠ্ চাপ্‌ড়ে বলে গেল—সর্দ্দি ফর্দ্দি ছেড়ে দাও, মেলা কাজ রয়েছে আমাদের—তারপর সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্লে—হ্যাঁ, কাল আস্‌ছ তো?

সে চলে গেল।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই নাড়ুই পণ্ডিতের গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার আজ আমি ইস্কুলে যাইনি বলে সেই নাড়ুই ছুটে এসেছে আমায় দেখ্‌তে। আমার একটা ধারণা ছিল—একটু বোম্বেটে—বেপরোয়া গোছের ছেলে যারা, কারো সুখ দুঃখের ধার তারা ধারে না। নিজের আনন্দে নিজেই তার পথ তৈরী করে চলে যায়। কিন্তু নাড়ু তো ঠিক তা নয়, এ শুধু রাস্তা তৈরী করেই ক্ষান্ত নয়—আশে পাশে চাইবার অবকাশও এর যথেষ্ট আছে।

তার পরের দিনও শরীর তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু নাড়ুর সে ডাক উপেক্ষা করে ঘরে বসে থাক্‌তে মন চাইল না—ক্লাশে গেলুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিতের ওপর আবার সক্কলেই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘন্টা বাঁধ্‌বে কে? ইচ্ছে আছে পূরোদমে সকলেরই, কিন্তু সাহস কৈ?

খানিক বাদে নাড়ু এসে হাজির। আমায় দেখে বল্লে, সেরে গেছিস্? বেশ! বেশ!

আমি বল্লুম, ক্লাশশুদ্ধ সক্কলেই তো পণ্ডিতের মুণ্ডুপাত কচ্ছে।

সে শুধু জবাব দিলে "হুঁ"।

সেদিন ইংরেজী ঘণ্টার পর পণ্ডিতের ক্লাশ। ইংরেজীর মাষ্টার চলে যেতে সকলে ভয়ে ভয়ে যে যার যায়গায় বস্‌ল।

পণ্ডিত ক্লাশে ঢুকে আধ ঘণ্টাটাক সক্কলের ওপর টিপ্পনী কাট্‌তে লাগ্‌ল—

আঃ চুলের বাহার ত খুব দেখছি? পড়াশুনার বেলায় ঢু ঢু! আবার কাউকে হয়তো বল্লে—ওরে জ্ঞানা···এঁঃ নামতো খুব জমকালো—জ্ঞানাঞ্জন—কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন! ত্যাখ্ তোর বাবাকে বলিস্—তোকে দিয়ে লেখা পড়া হবে না—আরে বাবা ছাগল দিয়ে হালচাষ যদি হ'ত, ত কেউ বলদ রাখত না। আর একজনকে ডেকে

হয়তো বল্লে—জগাকে সেদিন ঐ পাড়ায় বিয়ে-বাড়ীতে দেখলুম—যেন নবকার্ত্তিকটী! এখানে তোর কিচ্ছু হবে না, বলিস তোর খুড়োকে, পণ্ডিত মশাই একজোড়া ময়ূর কিনে দিতে বলেছে।

এমনি নানারকম কথার খৈ পণ্ডিত মশায়ের মুখ থেকে ফুটতে লাগ্‌লো। তারপর আধঘণ্টা পর ডাক এলো—এই ক্যাবলা, বই নিয়ে আয়, পড়া দে। সেদিনকার পড়ার ভেতর এক জায়গায় ছিল—"শৃণুরে বর্ব্বরঃ"।

পণ্ডিত মশাই বই না খুলেই আমাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠ্‌ল—শৃণুরে বর্ব্বরঃ—

হঠাৎ পেঁছন দিক থেকে তার জবাব এলো—"গর্দ্দভঃ ক্রন্তে"।

ক্লাশ শুদ্ধ সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে গুরুতর এক দণ্ডের আশঙ্কায় বসে রইল। জবাব যে কার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তা এক পণ্ডিত ছাড়া কারো জান্‌বার বাকি রইল না।

পণ্ডিতের কান লাল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলে, বইখানা টেবিলের ওপর রেখে পণ্ডিত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে হেডমাষ্টার মশাই আর তার পেছনে দপ্তরী লিক্‌লিকে একখানা বেত হাতে করে আমাদের ঘরে ঢুক্‌লো।

হেডমাষ্টার প্রথমে আদেশ, শেষে অনুরোধ করেও কে এমন কথা বলেছে তাকে খুঁজে বার করতে না পেরে, ক্লাশ শুদ্ধ সকলের দু'টাকা করে জরিমানা করে চলে গেলেন।

জরিমানা সকলেই দিতে পারব না, তা ছাড়া পণ্ডিতের ক্রোধানল কি নতুন বেশে আবার দেখা দেয়, সে ভয় সকলেরই ছিল।

পরদিন প্রথম ঘণ্টাই পণ্ডিতের। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এসে আমরা ক্লাশে ঢুকলুম।

কিন্তু খানিক বাদেই আমাদের অবাক করে পণ্ডিতের বদলে অঙ্কের মাষ্টার এসে হাজির। আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলুম। কারণ পণ্ডিত এসেছে এ আমরা ইস্কুলে ঢোক্‌বার সময়ই দেখেছি—অঙ্কের ক্লাশ শেষ হতেই একটী ছেলে ছুটে লাইব্রেরীতে গেল খোঁজ নিতে। মিনিট দশেক পরে সে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে সু-খবর দিলে—পণ্ডিত আর আমাদের ক্লাশে পড়াবে না, সে আমাদের নীচু ক্লাশের সঙ্গে রুটীন বদ্‌লে নিয়েছে।

রাম বাঁচা গেল! আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমরা নাড়ুকে ঘিরে ধেই ধেই করে ক্লাশের মধ্যে নাচতে সুরু করে দিলুম।

পণ্ডিত আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকে ক্লাশটা

ভয়ানক নিৰ্জ্জীব হয়ে পড়ল। ধাক্কা খেলে লোকের স্বরূপটা যেমন শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ে, তেমনটি আর কিছুতে নয়। কষ্টি-পাথরের সঙ্গে ঠোকা ঠুকিতেই পাকা সোনার ঠিক রং ধরা পড়ে।

পণ্ডিতের সে তাড়নাও আর নেই, আমাদের মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন নেই। দিব্যি গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে চলেছিলুম, শান্ত নিরীহ শিশুর মতো। আমাদের সুবোধ বালক হবার আরো একটা কারণ ছিল। একটা বছর তো শুধু পণ্ডিতকে নিয়েই কাটালুম। সামনেই পরীক্ষা। শান্ত হবার এর চাইতে আর ভাল কারণ নেই!

পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমরা দিন সাতেকের ছুটী পেলুম। এতে পড়াশুনার সুবিধা হ'লেও আমাদের দলের ভয়ানক ক্ষতি হতে লাগ্‌ল। কারণ দেখাশুনা একরকম প্রায় বন্ধ হয়েই গেল। আর এ সময়টাতে বাঙালীর ছেলে আমরা বড় একটা কেউ বাইরের ডাক শুন্‌তে পাইনে। বইয়ের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকাই এসময়টার চিরকেলে প্রথা। পরীক্ষার আগের ক'দিন বাইরে যাইনি। এ ক'দিন পড়াশুনায় বাড়ীতেও বেশ ভাল নাম কিনেছিলুম।

পরীক্ষার প্রথম দিন সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে পড়্‌বার ঘরে ঢুকতেই মা ডেকে বল্লে—নীলু, একবার এ ঘরে আয়।

গিয়ে দেখি শোবার ঘরে একটা ঘটের উপর আমের পল্লব, আর ঘটের গায়ে তেল সিন্দূর দিয়ে একটা মূর্ত্তি আঁকা। মা তার সাম্‌নে আমায় দাঁড় করিয়ে বল্লে, নমস্কার কর। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। টিপ্‌ করে এক নমস্কার করে পালাতে যাচ্ছি, আমার হাত ধরে মা বল্লে, দাঁড়া বোস্ একটু। নিরুপায় হয়ে বসে পড়লুম। মা আমার মাথায় সাপের মন্তরের মতো বিড়বিড় করে কি সব পড়তে লাগ্‌লেন।

ঠিক এম্‌নি সময়টায় দরজার গোড়া থেকে আওয়াজ এলো—খুব শক্ত মন্তর পড়ে দিন মাসিমা, পরীক্ষার ভয় মগজে ঢুকতে পারবে না। আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলুম। মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন—তোদের আর তর সয় না, তারপর হাসিমুখে নাড়ুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আয় নাড়ু নমস্কার কর। নাড়ু বল্লে, ভূত-প্রেতের আবার যাত্রা অযাত্রা কি মাসিমা—যেখানে সেখানে অমনি আমাদের রাস্তা করে দেয়।

মা বল্লেন—তোরা যে আজকাল কি হয়েছিস্—ঠাকুর দেবতা মানিস্‌নে।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কে বলেছে মাসিমা, আমরা ঠাকুর দেবতা মানিনে? দেখে আসুন আজকে কালীবাড়ী—পড়ুয়াদের কি ভীড়! আজকে সব ভক্ত!

নাড়ুর বলবার ভঙ্গি দেখে মা হাসতে লাগ্‌লেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় নাড়ু—মার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল্লে, এতেই আমার যাত্রা-পথে কোন বাধা থাকবে না মাসিমা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—নে নীলু, মার পায়ের ধূলো নে—বাজে ঢং তোরা খুব জানিস্, খাঁটী আশীর্ব্বাদ নিতে হয় তো সে ওইখানে—বলে একরকম জোর করেই আমাকে মার পায়ের তলায় বসিয়ে দিলে।

দুজনে চুপ্-চাপ্ রাস্তা চল্‌ছিলুম, প্রথম নাড়ুই কথা বল্লে। রাস্তার পাশে কালীবাড়ীর দিকে আঙ্গুল উঁচু করে বল্লে 'ঐ দেখ্।' চেয়ে দেখি ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের ওপর মাথা ঠুক্‌ছে।

নাড়ু বলে যেতে লাগ্‌লো—হয়তো এরাই এর আগে কালীবাড়ীর দিকে ফিরেও তাকাতো না। আর কাণ্ড দেখেছ—মাথা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে দেয়ালের গা তেল্‌তেলে করে দিয়েছে। আরে বাবা, একি আফিসের বড়বাবু, যে একদিন খোসামোদ করলে কিম্বা ডালি পাঠালেই কাজ হাঁসিল হ'বে?

নাড়ু এমনি অনেক কিছুই বকে যেতে লাগ্‌লো। তার

কোনো কথার জবাব দিলুম না—শুধু এই কথাটাই ভাব্‌তে লাগলুম—বাস্তবিক আমরা কি হ্‌তে যাচ্ছি!

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। উপরা-উপরি দিন কয়েকের

ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের উপর মাথা ঠুক্‌ছে—পৃঃ ৪০

পরিশ্রমে শরীরটা একটু ভেঙ্গে পড়েছিল। বিছানার ওপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষার ফলের কথাই ভাব্‌ছিলাম—এমন সময় অমর এসে খবর দিলে,

নাড়ু আমায় ডাকছে। বেরোবার বড় ইচ্ছে ছিল না, তবু ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে অমরের সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলুম। নাড়ুদের ওখানে পৌঁছে দেখি তার পড়ার ঘরে আমাদের দলের বেশ একটা মজলিস্ বসে গেছে।

নাড়ু আমায় বল্লে, 'কিহে পোষা মেনিটীর মতো এক্কেবারে ভেতরে সেঁদিয়ে আছ—বেরোবার নামটী নেই!' বল্লুম—'শরীরটা তেমন ভাল নেই।'

আমার হু'হাত ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বল্লে, আরে ওসব শরীর খারাপ টারাপ সব সেরে যাবে'খন। ছাখ, একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শরীরের পেছনে যতই লাগ্‌বে—তোমাকে সে ততই পেয়ে বস্‌বে। মনে স্ফূর্ত্তির ঝড় বইয়ে দাও দেখি—এই বলে সে আমার সমস্ত শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আরে বাবা সেকি ঝাঁকুনি—তাতে আমি তো আমি, আমার অন্তরাত্মায় পর্য্যন্ত কাঁপন লাগিয়ে "শরীর খারাপ" যে কোথায় পালিয়ে গেল—তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না!

খগেন বল্লে, সত্যি ভাই একটানা জীবন আর ভালো লাগে না। এই একজামিন হয়ে গেল, একটা কিছু করো—নাড়ু, একটা চড়ুই ভাতিই না হয় জোগাড় করে ফেল। সকলে সায় দিয়ে বল্লে—ঠিক, ঠিক—একটা বড়রকমের

চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করে ফেল দাদা। ওপাড়ে নদীর চড়ে গিয়ে বেশ হবে'খন। কথাটায় বেশ রস পেলুম। মুখ চট্‌কে বল্লুম—হ্যাঁ একটা পাঁঠা কিম্বা খাসী যদি জোগাড় কর্‌তে পার, তবে নেহাৎ মন্দ হ'বে না।

নাড়ু বল্লে, চড়ুইভাতিও হ'তে পারে পাঁঠাও চল্‌তে পারে —কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনে নয়। যদি ছলে-বলে-কৌশলে জোগাড় কর্‌তে পার, তবেই বল্‌ব তোমাদের বাহাদুরী।

আমি বল্লুম—কথাটা নেহাৎ মন্দ শোনাচ্ছে না—বেশ একটু অ্যাড্‌ভেঞ্চারও হবে।

বিপিন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে গলা খাটো করে বল্লে —ওহে আমি একটার খোঁজ দিতে পারি।

হরিশ বল্লে—কোথায় হে? পাড়ার মিত্তিরদের সেই কালো পাঁঠাটা বুঝি?

বিপিন বিরক্ত হয়ে বল্লে, না না মিত্তিরদের হতে যাবে কেন? ওপাড়ার রায়বাবুদের বেশ একটী নধর পাঁঠা দেখে এলুম। বোধ হয় কোনো প্রজা, দিন দুয়েক হয় দিয়ে গেছে।

নাড়ু বল্লে,—ঠিক। বড় লোকদের জিনিস খাওয়াই ভালো। তার ওপর যখন প্রজার ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করেছে ও তো আমাদেরই পাওনা।

অনেক গবেষণার পর ঠিক হ'ল রায়বাবুদের নধর পাঁঠাটি

যখন আমাদের রক্তমাংস বৃদ্ধি করবার জন্যই মরজগতে এসেছে, তখন তাকে কিছুতেই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

এখন কি উপায়ে ছাগ-নন্দনকে ওখান থেকে সরানো—সেইটেই হ'ল সব চাইতে বড় সমস্যা। নাড়ু বল্লে, আগে দু' একদিন গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে হ'বে। কোথায় তা'কে সমস্তদিন বেঁধে রাখে—কে তা'র রক্ষক—এই সব খুঁটি নাটি তত্ত্ব আগে জোগাড় করে ফেল—তারপর এক শুভদিন দেখে কাজ করলেই হবে। অমর ছেলেমানুষ, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না—কাজেই টিক্‌টিকির কাজটা তার উপরেই পড়ল।

এর দুদিন পরে সন্ধ্যেবেলা—নাড়ুর ওখানে মজলিস্‌টা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় অমর ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে একেবারে সকলের মাঝখানে ঝুপ্ করে বসে পড়্‌ল।

হরিশ তার হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বল্লে,—কিহে, ফিটের ব্যামো ট্যামো নেই তো?

অমর শুধু চোখ বুজে বল্লে,—পাখী উড়ে গেছে।

আমি বল্লুম—কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে ব'ল, ভাল বুঝতে পারলুম না।

অমর বল্লে,—বল্‌ব আমার মাথা আর মুণ্ডু। রায়বাবুদের পাঁঠা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। নাড়ু লাফিয়ে উঠে বল্লে, অ্যাঁ—বলিস্ কিরে? তার চেয়ে আমার যে জিভে জল

আসে—সেই জিভটা কেটে ফেলে দে না—রে—তারপর ভেউ ভেউ করে কান্না সুরু করে দিল।

আমি হেসে বল্লুম, আহা আগেই মরাকান্না সুরু করে দিলে? ওতে আমাদের শুভকাজের অকল্যাণ হবে যে—

নাড়ু বল্লে—হয়েছিল কি রে—পাঁঠার কথা কাউকে কিছু বলেছিলি নাকি?

অমর নাড়ুর হাত ধরে বল্লে, আমি তোমার গা-ছুঁয়ে বল্‌তে পারি—কাউকে আমি পাঁঠার একটী কথাও বলিনি; তবে—বলে সে একটা ঢোক গিল্‌ল।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—আবার 'তবে' কি রে? অমর মাথা চুল্‌কে বল্‌ল—যে ছোক্‌রা চাকরটা পাঁঠাকে সারাদিন আগ্‌লে রাখে, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস্ করেছিলুম—পাঁঠাটা রাত্তিরে কোথায় থাকে?

নাড়ু হাঁ করে আমার কথা গিল্‌ছিল—এই কথা শুনে সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে বল্ল—এঃ তবেই সেরেছে! ও নিশ্চয়ই বাড়ীতে গিয়ে এক কথায় দশকথা সাজিয়ে বলে দিয়েছে। তার ফলে হয় পাঁঠা রায়বাবুদের পেটে গেছে, নয়তো অন্য কোন আত্মীয়-বাড়ী রেখে দিয়েছে। অমর এতক্ষণ বোকা বনে গিয়ে চুপ্‌চাপ বসে ছিল; এইবার একটু সাহস পেয়ে খাটের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটা একটু

সোজা করে—ধীরে ধীরে চোখ ছুটো বড় বড় করে বল্লে, না আমি জানি রায়বাবুরা খায়নি।

হরিশ বল্লে, না যদি খেয়ে থাকে—তো আমি জোর করে বল্‌তে পারি ও পাঁঠা দারোগা বাড়ী গেছে। নাড়ু বল্লে—দারোগা বাড়ী আবার কোন্‌টা বল্‌তো? আমি বল্লুম—দারোগা বাড়ী—পাশের গ্রামের বড় জমীদার। ওদের কোন্ পুরুষ নাকি দারোগাগিরি করে মেলা টাকা জমিয়েছিল—সেই থেকে ওরা জমিদারী কিনে কিনে—আজ মস্ত বড় জমিদার।

নাড়ু বল্লে,—ও সব দারোগা ফারোগা বুঝিনে, যখন একবার লোভ লাগিয়ে দিয়েছে, ও পাঁঠা তখন খেতেই হবে।

বিপিন বল্লে—শেষ কালে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? না-বাবা অতটা সহ্য হবে না—

নাড়ু টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে বল্লে,—কেন হবে না—আলবৎ হ'বে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এই আমি বলে রাখলুম ও পাঁঠা আমাদের পেটের মধ্যে আস্‌বেই, তোমরা সব নিশ্চিন্ত হয়ে মশ্‌লা বাট্‌তে পার। হরিশ বল্লে, গাছে কাঁঠাল দেখে গোঁফে তেল দিলে কি আর সব সময় কাঁঠাল ছিঁড়ে পড়ে দাদা?

নাড়ু বল্লে—কাঁঠাল শুধু ছিঁড়ে পড়বে না—গোঁফের ফাঁক

দিয়ে এক্কেবারে মুখের ভেতর গিয়ে সেঁধোবে। তবে বাবাজীদের একটু খাট্‌তে হবে, তা আগেই বলে রাখছি। সকলে বল্লে, তা'তে আমরা খুব রাজী—কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা তোমাকেই বাঁধ্‌তে হ'বে। নাড়ু বল্লে—নিশ্চয়।

হরিশ বল্লে—পাঁঠাতো আগেই পেটে পূরে রাখলে, কিন্তু দারোগাবাড়ীতে যেতে হ'লে যে এক নৌকো ছাড়া আর উপায় নেই তা জানো? নাড়ু চোক কুঁচ্‌কে বল্লে—কেন? হরিশ বল্লে—খেয়া নৌকোয় পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু পাঁঠা নিয়ে সকলের সাম্‌নে তো আর খেয়া দিয়ে আস্‌তে পারবে না।

বিপিন বল্লে,—নৌকোর জন্য আটকাবে না—আমাদের ঘাটের নৌকো রয়েছে। আর সুবিধেও আছে—দাদা বাড়ীতে নেই।

নাড়ু বল্লে,—তবে চল্‌ এক্ষণি, আর দেরী নয়।

আমি লাফিয়ে উঠে বল্লুম—আজই?—এক্ষণি? তুমি পাগল হয়েছ নাড়ু?

নাড়ু মাথা নেড়ে বল্লে, কথা যখন উঠেছে, তখন ও পাঁঠার মাংস আজই আমার মুখের মধ্যে চাই। এই বলে সে মুখ চোট্‌কাতে লাগ্‌ল। পাঁচ জনে তক্ষণি উঠে পড়লুম। রাস্তায় কোন কথা হ'ল না। এই কথাটুকুই শুধু সকলে প্রাণে প্রাণে বুঝলুম, যে কাজ আমরা শুধু নিছক আমোদের জন্যে

হাতে তুলে নিলুম, তা আজ যে করেই হোক শেষ করতে হবে। আর আমাদের একাজ করবার সকল উদ্যমের কেন্দ্র হয়ে রইল—নাড়ু।

বিপিনদের বাইরের ঘাটেই নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা গিয়ে নৌকোয় উঠ্‌লুম।

নাড়ু বল্লে,—বিপিন, হাত-বৈঠে আছে? "আছে" বলে বিপিন বাড়ীর ভেতর চলে গেল;—খানিক বাদে চারখানা বৈঠে নিয়ে এসে নায়ে উঠ্‌ল।

আমরা চারজন চার খানা বৈঠে ধরলুম। রাস্তা ভালো জানে বলে হরিশ গিয়ে হাল ধরল। কোন কথা নেই, শুধু ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জল কেটে বৈঠেগুলো নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চল্ল। সবে চাঁদ উঠেছে। গাছের মাথায় মাথায় ছিট্‌কে ছিট্‌কে জ্যোৎস্না পড়ে আকাশটাকে ফাঁক করে ধরে রেখেছিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে, বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে, জ্যোৎস্না এসে চলতিপথে আমাদের নৌকোর ওপর আলোছায়ার খেলা সুরু করে দিল। খানিকটা গিয়েই নৌকোটা বাঁ দিকে চল্‌ল। সোজা খাল—দুধারে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় খড়ের গাদা—ঠিক যেন নির্ব্বাক সাক্ষীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

দূরে চাষাদের কুড়ে থেকে ক্ষীণ আলো বেরিয়ে জোৎস্নার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছে। এপাড়ে রায়বাবুর দারোয়ান তেওয়ারীর পাকা কুঠ্‌রী থেকে ভজন গানের হু'একটা রেশ ভেসে আস্‌ছিল। আমাদের হাতের বিরাম

চা'র জনে চার খানা বৈঠে ধরলুম—পৃঃ ৪৮

নেই—ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে নৌকো বর্ষার জলে মোচার খোলার মতো এগিয়ে যাচ্ছিল। আরো খানিকটা গিয়ে নৌকো একটা সরু খালের ভেতর ঢুকল। হুধারে লম্বা লম্বা গাছ গুলো

মাথার ওপরে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে—চাঁদের আলো তার ভিতর রাস্তা খুঁজে পায় না—ঠিক এমনি একটা খাল দিয়ে আমাদের নৌকো চল্‌তে লাগ্‌ল।

এতক্ষণে আমি একটা কথা বল্লুম। শুধোলুম—এর চাইতে কি আর ভালো রাস্তা নেই রে হরিশ? জবাব এলো—কিন্তু তা হ'লে অনেকটা ঘুর্‌তে হ'বে।

নাড়ু বল্লে—তবে এইটেই ভালো।

আবার চুপ্‌চাপ্‌।

সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তালে তালে বৈঠে ফেল্‌তে ফেল্‌তে মনে হ'ল আমরাও যেন এই অন্ধকারের এক একটা বিশেষ অংশ। এই নিশ্চল বট-অশ্বত্থের সার, এই মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর ডাক, দুধারে এই পচা আবর্জ্জনার গন্ধ—এদের সঙ্গে যেন আমরা কোন্ যুগ থেকে একেবারে মিশে আছি। আমাদের বাদ দিয়ে—এই বিভৎস রসের অনুভূতি যেন অসম্পুর্ণ রয়ে যায়।

এ ভাবটা কতক্ষণ ছিল জানি না। চমক্ ভাঙ্‌ল—যখন নৌকোটা খ—স্ করে এক যায়গায় এসে ভিড়্‌ল। অন্ধকার

তত বেশী না থাকৃলেও যায়গাটা যেন আরো ভয়াবহ বলে ঠেকৃল।

এতক্ষণ যা দেখ্‌ছিলাম—তা অন্ধকারের ভেতর দিয়েই দেখ্‌ছিলাম। বিশেষ একটা আকৃতি পেয়ে তা আমাদের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠেনি। কিন্তু এখন আলো আঁধারের মাঝে যে যায়গায়টায় এসে পৌঁছুলুম, সে তার একটা রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। নৌকোটা যেখানে এসে লাগ্‌ল, ঠিক তার সামনেই একটা উঁইয়ের ঢিবি—যেন আশে পাশের গাছগুলোর সঙ্গে বাজি রেখে তার মাথাটা আকাশের ভেতর দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। দুদিকে পানা-পচা দুর্গন্ধে বোধ হয় ভূতপ্রেতেরও অরুচি ধরে। আশেপাশের গাছের রাশি রাশি ঝরা পাতা পড়ে সমস্ত যায়গাটার মাটি ঢেকে রেখেছে। সকলেই বৈঠে রেখে উঠে দাঁড়ালুম।

নাড়ু আমায় বল্লে—না, সকলে গেলে তো চল্‌বে না। তুমি আর অমর নৌকোয় থাক। আমরা তিনজনে পাঁঠার খোঁজে যাব; আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত নৌকো এখান থেকে কোথাও সরিও না। তারা তিনজনে নৌকো থেকে নেমে ঝরা পাতার ওপর দিয়ে খচ্ খচ্ শব্দ করতে করতে ওপরে উঠে গেল। উঁইয়ের ঢিবির আড়াল হ'তেই ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে এলো।

বেপরোয়া

শীতের সন্ধ্যা—বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস চালিয়েছিল—র‍্যাপারটা ভাল করে মাথার ওপর দিয়ে জড়িয়ে বস্‌লুম।

অমর বল্লে—বড্ড মশা হে।

বাস্তবিক এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এইবার নিজের আশেপাশে চেয়ে দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে যেন আমাদের ছেঁকে ধরেছে। তার ওপর অনেকদিন হয়তো মানুষের তাজা রক্তের স্বাদ পায় নি, তাই যেন সব খোঁজ পেয়ে দল বল নিয়ে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল।

বল্লুম—র‍্যাপারটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বোস্‌।

অমর বল্লে— নাহে শুধু জড়িয়ে বস্‌লে হবে না—এই বলে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত র‍্যাপারে ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

আমি বল্লুম—ওকি শুয়ে পড়্‌লি যে! অমর শুধু বল্লে 'হুঁ'।

সেই নির্জ্জন প্রান্তরে আমি একা বসে রইলুম। ছেলে-মহলে সাহসী বলে আমার বেশ নাম ডাক ছিল। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে যাব বলেও দু'একবার বাজী রেখেছি। কিন্তু আজ এই ঠাণ্ডা শীতের বাতাসে আলো আঁধারের মাঝখানে কোত্থেকে ভয়ের একটা রেখা যেন আমার মনের কোণে উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল। আস্তে আস্তে ডাক্‌লুম—অমর—ওরে অম্‌রা—

র‍্যাপারের তল থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ এলো উ—

বুঝলুম তাকে ডাকা বৃথা। এইবার যেন চারদিকে নিস্তব্ধতা আমাকে আরো পেয়ে বস্‌ল। কেন যেন মনে হ'ল আমি প্রেতপুরীর ঠিক মাঝখানে এসে বসেছি। খানিক বাদেই হয়তো চারদিকের এই ঝোপ ঝাপের ফাঁকে ফাঁকে তাদের মজ্‌লিস্ বসে যাবে।

আমি যেন আজ দুচোখ মেলে সাম্‌না সাম্‌নি তাই দেখ্‌তে—কা'র ডাকে এখানে এসে বসেছি। —"তারা আস্‌বে" এই কথাটাই যেন জগতে সব চাইতে সত্য বলে ঠেক্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ মাথা উঁচু করতেই ওটা কি? নড়ছে—না আমার দিকে এগিয়ে আসছে! চোখ রগ্‌ড়ে আবার দেখলুম—দেখি এক গোছা কাশফুল বাতাসে দুল্‌ছে। মনে হ'ল হাতের মুঠোয় প্রাণটা আবার ফিরে পেলুম। এর পর আর কোনও দিকে চাইবারও সাহস রইল না—এবার যদি কাশফুল না হয়ে—

ভাব্‌তেও গায় কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

তারপর পেছন দিকে—ও আবার কিসের শব্দ? দুহাত দিয়ে বুক চেপেধরে কাঠের মত বসে রইলুম।

হঠাৎ শুক্‌নো পাতার উপর খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখলুম এবার আর কিছু নয়—মানুষই বটে।

নাড়ু ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে নৌকোয় উঠ্‌লো। তখনো আমার সে ভাবটা কাটে নি। নাড়ুর হাত চেপে ধরে বল্লুম—কিসের আওয়াজ, শুন্‌তে পাচ্ছিস্?

সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুন্‌লে, তারপর হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম—কেন শুন্‌তে পাস্‌নি? নাড়ু আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বল্লে—ভয় পেয়েছিস্ নাকি রে?

আমি সে কথায় কান না দিয়েই বল্লুম—কিসের শব্দ তাই বল না!

হাস্‌তে হাস্‌তে নাড়ু বল্লে—আরে বোকা—ও যে মশার ঝাক্!

আমি তো একেবারে চুপ!

নাড়ু বল্লে আয় শিগ্‌গীর আমার সঙ্গে—হরিশ নৌকোয় থাক্‌বে। আমি বল্লুম—ওদিকের কি খবর? নাড়ু বল্লে—সব জান্‌তে পার্‌বি—আয় শিগ্‌গীর। এই বলে সে একরকম টেনেই আমায় নৌকো থেকে নামাল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে যেখানে গিয়ে পৌঁছুলুম সেটা দারোগা বাড়ীর পেছন দিক্‌টা। দেখি বিপিন একটা গাছ তলায় বসে আছে। আমাদের আস্‌তে দেখে সে লাফিয়ে উঠে বল্লে, ভারী সুবিধা হয়েছে হে! বাড়ী শুদ্ধ সব এইমাত্র থিয়েটার দেখ্‌তে গেল। বাড়ীর ভেতর

এখন এক মাষ্টার এক চাকর, আর বাইরে দ্বারোয়ান ব্যাটারা সব আছে।

আরে বোকা ও যে মশার ডাক !—পৃঃ ৫৪

মাষ্টারটাকে হাত করেছি। ওকে কিছু ভাগ দিলেই

চল্‌বে। কোন্ ঘরে ছাগ-নন্দন আছেন আমায় দেখিয়ে দিয়ে মাষ্টারটা এই শু'তে চলে গেল। আমরা বল্লুম, তবে আর কি—কাজ তো ফর্সা। কোন্ ঘরে আছে চলো দেখি—

ইসারায় আমাদের থাম্‌তে বলে বিপিন চুপি চুপি বল্লে—ওহে অত সোজা নয় একটু গোলমেলে আছে। পাঁঠা যে ঘরে বাঁধা, চাকর বেটা যে সেই ঘরেই ঘুমিয়ে রয়েছে, নইলে কি আমি এতক্ষণ বসে আছি? নাড়ু একটু ভাব্‌লে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—নীলে তোর কাছে পয়সা আছে? আমি পকেটে হাত দিয়ে বল্লুম—আছে একটা আনী। নাড়ু বল্লে ওতেই হবে'খন। এই বলে আনীটা বিপিনের হাতে দিয়ে বল্লে, যা দিকিন্, বাড়ীর সাম্‌নের দোকান থেকে ছু' পয়সার তেল, আর এক পয়সার সরষে নিয়ে আয়।

বিপিনকে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—তাকিয়ে রয়েছিস্ কেন? শিগ্‌গীর নিয়ে আয়। বিপিন ছুটে চলে গেল।

আমি বল্লুম—তেল আর সরষে দিয়ে কি হবে নাড়ু?

নাড়ু বল্লে—তুই দেখ্‌তে ছোট আছিস্—তোকেই এ কাজ কর্‌তে হবে।

আমি বল্লুম—কি কর্‌তে হবে বল না ছাই—

নাড়ু ফিক্ করে হেসে বল্লে—আসুক তো আগে, তারপর দেখ্ কি হয়—

একটু বাদেই কাগজে মোড়া কিছু সরষে আর ছোট্ট একটা শিশিতে সরষের তেল নিয়ে বিপিন হাজির হ'ল।

নাড়ু জিজ্ঞেস্ কর্‌লে—কোন্ ঘরটায় আছে?

বিপিন রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে দিলে। ঘরটার সব দরজা বন্ধ, শুধু একটা জান্‌লা মাত্র খোলা রয়েছে।

নাড়ু আমায় চুপি চুপি বল্লে—ছাখ্ তুই ছোট্ট আছিস্— এই জানালা দিয়ে তোকে আমরা দু'জনে উঁচু করে ধরে গলিয়ে দেব। এই দুটো জিনিস্ সঙ্গে নে—

আমি বল্লুম—কি হবে ও-তে?

নাড়ু বল্লে—শোন্ না, ভেতরে ঢুকে পাঁঠাটার কানের মধ্যে সরষে ঢেলে দিবি—আর এই তেল লাগিয়ে দিবি জিভে—

আমি বল্লুম—কেন?

নাড়ু বল্লে—তা হ'লে পাঁঠাটা আর ডাক্‌তে পারবে না।

আমি অবাক হয়ে বল্লুম—সত্যি?

ও বল্লে—হ্যাঁ, আর ছাখ্, তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিবি—আমি আর বিপিন গিয়ে তখন পাঁঠাটাকে তুলে নিয়ে আস্‌বো।

ভিতরে গলিয়ে দিলে—পৃঃ ৫৯

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম—যদি চাকরটা জেগে ওঠে ?

নাড়ু বল্লে—আরে দূর বোকা, টের পাবে কোথেকে ? তুই তো আগেই গিয়ে পাঁঠাটার ডাক বন্ধ করে দিবি !

রাজী হ'লুম।

ছুজনে উঁচু করে ধরে আমায় ভেতরে গলিয়ে দিলে। ঢুকেই দেখি কোণে তেলের বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে। চাকর বেটা বিছানায় পড়ে ভোস্ ভোস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর পাঁঠাটা এক কোণে শুয়ে কাঁঠালের পাতা চিবুচ্ছে। প্রথমটা আমি থতমত খেয়ে গেলুম। তারপর কি ভেবে ফস্ করে ফু দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম। এক ঝলক্ চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢুক্লো।

আস্তে আস্তে নাড়ুর কথা মত পাঁঠার জিভে তেল ঘসে দিলুম। শুধু একটিবার ব্যা—আ—শব্দ করেই প'াঠাটা আর আওয়াজ করতে পারলে না। আমি তো ওষুধের গুণ দেখে অবাক্! তারপর সরষে গুলো সব কাণে ঢেলে দিলুম। প'াঠাটা মরার মত মাটিতে পড়ে রইল !

বাস্ আমার কাজ ফর্সা—

পেছনে চেয়ে দেখি চাকর বেটা বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

নাড়ু ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস্ করলে—ঠিক করেছিস্ তো ?

সর্ষে গুলো সব কানে ঢেলে দিলুম—পৃঃ ৫৯

আমি বল্লুম—হাঁ।

ওরা দুজনে এসে ঘরে ঢুক্লো, তারপর পাঁঠাটাকে

ধরাধরি করে বাইরে এনে বল্লে—নীলে, দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দে—

দরজা ভেজিয়ে তিনজনে এসে রাস্তা ধরলুম। নাড়ু বল্লে—সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। কেউ দেখতে পাবে হয় তো। সোজা গাছের ফাঁক দিয়ে চল দেখি—

আমি বল্লুম—সেই ভালো।

নৌকোয় ফিরে এসে দেখি দুটোতেই আরাম করে ঘুমুচ্ছে। তাদের ঠেলে তুলে দিলুম। নাড়ু বল্লে—নৌকোর তক্তা তুলে পাঁঠাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখ, আর যদি নড়াচড়া করবার চেষ্টা করে তো—একটা কচুর পাতা ওর কাণের ওপর রেখে ছোট্ট একটা ঢিল চাপা দিও। এই বলে পাশ থেকে গোটা কয়েক কচু পাতা তুলে নৌকোয় ফেলে দিলে।

বিপিন বল্ল—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

নাড়ু বল্ল—না, আমি আর নীলে খেয়া দিয়ে যাবো। ওরা পাঁটার খোঁজ খবর কচ্ছে কিনা একটু দেখে যেতে হ'বে। তোমরা শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর চলে যাও।

নৌকো ছেড়ে দিলে। নাড়ু আর আমি নিঃশব্দে উপরে উঠে এলুম।

দারোগা বাড়ীর সামনের দিকটায় যেতেই দেখ্‌তে পেলুম জনকয়েক দারোয়ান এদিক সেদিক ছুটোছুটি কর্‌ছে। আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে একজন এসে জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—বাবুজী, ইধার একঠো বকরী দেখা ?

আমরা বল্লুম—এদিকে, কৈ না তো! লোকটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে আর একদিকে চলে গেল। নাড়ু বল্ল, আর দরকার নেই, বৃষ্টি আস্‌ছে ছুটে চলো।

উপর দিকে তাকিয়ে দেখি এরি মধ্যে প্রায় আধখানা আকাশ কালো কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। বৃষ্টি এলো বলে। দু'জনে ছুটে চল্লুম। আধ মাইল টাক যেতেই সামনে খেয়া। নদীটা কোনো কালে খুব বড় ছিল। এখন চর পড়্‌তে পড়্‌তে খুবই ছোট হয়ে গেছে। স্রোতও নেই বল্লেই চলে।

খেয়ার মাঝি নেই—নৌকোর এধার ওধারে খুব শক্ত রসি দিয়ে দুপারের সঙ্গে বাঁধা। লোকে রসি ধরে নৌকো খানা এপার ওপার টেনে যাতায়াত করে।

নাড়ু বল্ল—শিগ্‌গীর ওঠ্। রসি টেনেতো দুজনে ওপার গেলুম। আবার ছুট্‌তে যাচ্ছি, নাড়ু বল্ল—থাম। ছুরি

আছে? পকেট থেকে ছুরি বের করে দিলুম। নাড়ু খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে এপারের সঙ্গে বাঁধা রসিটা কেটে ফেলে দিল।

আমি বল্লুম—ওকি হ'ল? নাড়ু ছুরিটা আমার পকেটে ফেলে দিয়ে বল্ল—যাঃ ব্যাটারা আর খেয়া পার হয়ে এদিক পানে খুঁজ্‌তে আস্‌তে পারবে না। তারপর দুজনে সে কি ছুট্—এমন ছোটা জীবনে কখনো ছুটেছি বলে মনে পড়ে না। খানিকটা যেতেই মেঘগুলো চাঁদটাকে ঢেকে ফেল্লে। রাস্তা ঘাট এক্কেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। দুচক্ষে কিছু দেখ্‌বার যো'টি নেই। একবার একটা গর্ত্তের মধ্যে পা পড়ে কাপড় খানা ফ্যাস্ করে গেল ছিঁড়ে। নাড়ু বল্লে—আমার হাত ধর।

তারপর আবার ছুট্। বিপিনের বাড়ীর কাছাকাছি গেছি এমন সময় ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি এলো, ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ওদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উঠলুম। জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ফরাসের উপর তিন মূর্ত্তি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। চৌকীর পায়ার সঙ্গে বাঁধা ছাগ-নন্দন শীতে থর থর করে কাঁপছে।

নাড়ু বল্ল,—দেখেছিস্—ব্যাটাদের কাণ্ড দেখেছিস্? এই বলে জান্‌লা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সকলকে টেনে তুল্ল। কাঁচাঘুম ভাঙ্‌তেই তারা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে বল্ল—কি—কি—কি হয়েছে?

নাড়ু রেগে বল্ল, হয়েছে আমার মাথা আর তোদের মুণ্ডু। পাঁঠাটাকে যে এখানে বেঁধে রেখেছিস্—তোদের এটা মাথায় এলো না যে, কেউ দেখলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে ?

বিপিন বল্ল—তা কি কর্‌বো ? আজকে রাত্তিরের মত অম্‌নি থাক্‌বে—কাল্‌কে যা হয় একটা ব্যবস্থা করলেই হ'বে।

নাড়ু বল্ল—হ্যাঁ যাতে নাকি এক্কেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে যাও। সে সব কথা শুন্‌তে চাইনে। আজকে এক্ষুনি খেতে হ'বে।

আমরা সব একসঙ্গে বলে উঠ্‌লুম—আজকে—অসম্ভব !

নাড়ু হেসে বল্লে—তার মানেই সম্ভব।

আমি বল্লুম—প্রথম কথা—কাতা কৈ ?

বিপিন বল্ল—কাতার জন্যে আট্‌কাবে না, পাশের ঘরেই আমাদের পাঁঠা বলি দেবার খড়্গ রয়েছে।

নাড়ু লাফিয়ে উঠে বল্ল—নিয়ে আয় কাতা। তারপর নিজেই ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কাতা খানা বের করে নিয়ে এলো। হরিশের দিকে তাকিয়ে বল্ল—হরিশ, নিয়ে আয় তো পাঁঠাটাকে জলের ধারে—

হরিশও অম্‌নি সুবোধ বালকের মতো পাঁঠার দড়ি ধরে টান্‌তে টান্‌তে জলের ধারে নিয়ে চল্লো—

আমি চেঁচিয়ে বল্লুম—আহা—হা কর কি নাড়ু—

শোনো ;—কিন্তু কার কথা কে শোনে? নাড়ু ততক্ষণ পাঁঠার ধড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দিয়েছে!

...টান্‌তে টান্‌তে জলের [illegible] নিয়ে চল্লো—পৃঃ ৬৪

বিপিন বল্ল—তারপর এখন কি কর্ব্বে?

নাড়ু কাতাখানা রেখে বল্লে—হরিশ, তোমার ওখানে ইক্-মিক্-কুকার আছে—আমি জানি—ওটা এক্ষুণি চাই।

হরিশ বল্লে, নৌকো নিয়ে গেলে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর নিয়ে আস্‌তে পারি।

নাড়ু আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে,—নীলে নৌকো নিয়ে ওর সঙ্গে যা। তারপর বিপিনের দিকে ফিরে বল্ল বিন্দেকে জাগিয়ে, আমার নাম করে চাল, ঘি, মশলা—যা যা দরকার সব নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে মাংসটা ছাড়িয়ে ফেলি।

কাছেই একটা মুদির দোকান ছিল। রাত্তিরে বিন্দে বলে: একটা ছোক্‌রা দোকান ঘরে শুতো—নাড়ু তার কাছ থেকেই জিনিষ পত্তর নিয়ে আস্‌তে বল্ল। বিপিন চলে গেল দোকানের খোঁজে—আমি আর হরিশ গিয়ে নায় উঠ্‌লুম।

ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস—তার ওপর টিপ্ টিপ্ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু উপায় নেই, পাঁঠার সংগতি আজকেই কর্‌তে হ'বে—নইলে কালকে আবার ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা।

ভাগ্যিস্ হরিশের পড়বার ঘরেই কুকারটা ছিল, নইলে অত রাত্তিরে ঐখানেই এক ফ্যাঁসাদ বাঁধিয়ে বস্‌তে হ'ত।

ফিরে এসে দেখি মাংস বানানো হয়ে গেছে, ছালটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিপিন আর অমর ঘাটে চাল ধুচ্ছে।

নাড়ু কুকার জ্বালিয়ে মাংস চাপিয়ে দিলে। তারপর সকলে কুকারের চারদিকে ঘিরে বসে গরম হয়ে গল্প করতে লাগলুম।

নাড়ু বল্ল,—দেখ্‌লি বোকারা শীতের রাত্তিরে কেমন গরম হবার উপায় বাত্‌লে দিলুম। কাল্‌কে খেলে কি আর এত রস হ'ত ?

তার কথায় আমরা সকলে সায় দিলুম। ঠিক হ'ল আজকের রাত্তির বিপিনদের ওখানেই কাটাতে হ'বে। খেয়ে দেয়ে আমরা যখন শুয়ে পড়লুম তখন আড়াইটা বেজে গেছে। পরদিন খুব সকালে পাঁচজনে ঘুম থেকে

অমরের বাড়ীতে একটু ভয় ছিল—সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীর বাঁধন আমরা তখন অনেকটা কাটিয়েছি, ততটা ভয় আমাদের ছিল না—বসে বসে বেশ আড্ডাটা জমিয়ে তুলেছিলুম—সামনেই ছাগনন্দনের ছালটা ঝুলছিল। তাই কালকের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথাই হচ্ছিল বেশী। এমন সময় অমর ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্ল, সাবধান, পাঁঠা যে আমরা খেয়েছি, তা ওরা কি করে টের পেয়েছে—শুন্‌লুম আমাদের এদিকে এক্ষুণি খোঁজ করতে আস্‌বে।

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লুম।

নাড়ু বল্ল,—কি করে টের পেলে তারা ?

অমর বল্ল—ওদের কে একজন প্রজা নাকি পাঁঠা আমাদের নৌকোয় তুলতে দেখেছিল—সেই গিয়ে বলে দিয়েছে।

বিপিন তো কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে, দাদা যদি টের পায় তো মেরে হাড়গুঁড়ো করে দেবে।

অমর বোধ হয় তখন কাঁপছিল, এইবার খাটের ওপর চুপ করে বসে পড়ে বল্ল, কি হবে ভাই ? বাবা জানতে পারলে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

হরিশ লাফিয়ে উঠে বল্ল,—পাঁঠার ছালটা জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে আসি।

নাড়ু শুধু বল্ল—না।

আমার মনের অবস্থাও যে নেহাৎ ভালো ছিল, তা বলতে পারিনে। বাড়ীতে জানতে পারলে যে রসগোল্লার বাটী এগিয়ে দেবে না তা জানতুম। তাই নাড়ুকে বল্লুম—ছাল ফেলতে তো মানা করলে, কিন্তু উপায় কি হবে ঠাউরিয়েছ কি ?

নাড়ু জবাব দিলে না। বিপিনের দিকে ফিরে শুধু বল্ল—কালো জুতোর ব্রুক্সো আছে ?

অমর এইবার কেঁদে ফেলে বল্ল—নাড়ু তোমার কথায়ই আমরা এমনতর কাজ করলুম। এখন আমাদের বিপদের

মাঝখানে ফেলে জুতোর ব্রশের খোঁজ কর্‌ছ? এই কি তোমার বেড়াবার সময়? হয় তো তুমি পালিয়ে বাঁচবে ভাবছ, কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হ'বে বলতো?

নাড়ু—হা—হা—করে হেসে উঠ্‌ল। ওর হাসি আমাদের কারো কানে ভালো ঠেক্‌লো না। সকলেই নাড়ুর উপর চটে উঠ্‌লুম। অনেকটা নাড়ুরই আগ্রহে আমরা একাজে হাত দিয়েছিলুম, এখন ওর এমন ছাড়া ছাড়া ভাব দেখে সকলেই খুব দমে গেলুম।

নাড়ু অমরের পিঠ চাপড়ে বল্ল—আরে পাগ্‌লা ঘাবড়াচ্ছিস্‌ কেন? তোর কোনো ভয় নেই, এই বলে মায়ের মতো কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর বিপিনের দিকে আবার ফিরে বল্ল, জুতার কালো কালী থাকে তো নিয়ে আয় না—

বিপিন একবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কালী আন্‌তে ভেতরে চলে গেল।

নাড়ুকে আর কিছু জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে সাহস না পেলেও এটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না—হঠাৎ জুতোর কালীর তার কি দরকার পড়ল।

বিপিন কালী নিয়ে আস্‌তে নাড়ু কোনো কথা না বলে দেয়াল থেকে ছালটাকে নামিয়ে নিয়ে এলো। তারপর জুতোর ব্রাসে কালী লাগিয়ে ছালটা ঘষতে সুরু করে দিল।

দেখতে দেখতে সাদা ছালটা একদম কুচ্‌কুচে কালো হ'য়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে সকলে তার কাজ দেখছিলুম। এইবার শুধোলুম একি হচ্ছে নাড়ু? মুচকি হেসে নাড়ু বল্ল—দেখতেই পাবে।

কালী লাগিয়ে ছালটা আবার দেয়ালে ঝুলিয়েছে—ঠিক সেই মূহূর্ত্তে রায় বাবুদের গোমস্তা এসে ঘরে ঢুকলো।

আমাদের তখন এক রকম হয়ে এসেছে। হাতে হাতে ধরা পড়বার ভয়ে বুক টিপ্‌ টিপ্‌ কচ্ছে—তার শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ওপর দিকে চাইবার সাহস পর্য্যন্ত তখন আমাদের কারো ছিল না।

লোকটা নাড়ুকে সামনে পেয়ে তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা সুরু কর্‌ল। শুধোলো তোমরা নাকি কাল রাত্তিরে একটা পাঁঠা নিয়ে এসেছ? নাড়ু ভালো মানুষটীর মতো বল্ল, হ্যাঁ কালকে রাত্তিরে আমরা একটা চড়ুই ভাতির বন্দোবস্ত করেছিলুম—একটা পাঁঠাও মেরেছিলুম।

বল্‌বামাত্রই—ছেলেটা স্বীকার করবে ভদ্রলোক বোধ হয় ততটা আশা করেননি, তাই—প্রথমটা অবাক্ হলেও সাম্‌লে গিয়ে চোখ গরম করে বল্লে, কে তোমাদের পাঁটা মার্‌তে বল্ল—সে পাঁঠা আমাদের—

নাড়ু যেন আকাশ থেকে পড়ে বল্ল, আপনাদের পাঁঠা?

—কৈ—না—আমরা তো পাঁঠা কাল হাট থেকে কিনে এনেছি—এই বলে আঙ্গুল দিয়ে দেয়ালের দিকে দেখিয়ে বল্লে, ঐ দেখুন না, তার ছাল—

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ হাঁ-করে ছালটার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর বল্লে—না—এটাতো আমাদের নয়, আমাদের পাঁঠার রং সাদা—বলে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাড়ু মুচ্‌কি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বল্ল—দেখ্‌লি মজা! বিপ্‌নে তো সাত তাড়াতাড়ি ছালটা ফেলে দিতে চেয়েছিল।—

বাস্তবিক আমাদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না। এই মাত্র মস্তবড় একটা ভূত যেন আমাদের ঘাড় থেকে নেমে গেল।

অমর আনন্দে আত্মহারা। চোখ দুটো বড় বড় করে নাড়ুর হাত দুটো চেপে ধরে বল্ল—সত্যি তুই ভাই মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিস্—বাবা যদি কোন রকমে এই কাণ্ড জান্‌তে পারতো, তবে আমার আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোন উপায় ছিল না।

এই কথা শুনে নাড়ু হো—হো—করে হেসে উঠ্‌লো।

অমর বল্ল—হাস্‌লি যে

নাড়ু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—তোর আত্মহত্যার কথা শুনে।

আমি বল্লুম—কেন তাতে হাসির এমন কি কথা আছে?

নাড়ু মুখ টিপে বল্ল,—আমিও একবার করতে গিয়েছিলুম কি না!

একটু এগিয়ে এসে বল্লুম—কি রকম?

নাড়ু বল্ল—সে এক ভারী মজার গল্প।

যারা শুয়েছিল গল্পের নামে তারাও উঠে ভাল হয়ে বস্‌ল। নাড়ু সুরু করল তবে শোন—তখন আমার বয়স দশ এগারোর বেশী নয়—কি একটা দুষ্টুমী করার জন্যে মা আমায় ঘরে কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রেখেছিল। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। বিকেল বেলা ঘর খুলে খাবার দিতেই থালা ছুড়ে ফেলে দিয়ে—লাফিয়ে উঠোনে এসে বল্লুম—আজ আমি জলে ডুবে মর্‌বো।

মা রেগে বল্ল, যা মরগে যা—আমি ছুটে খিড়কির দোর দিয়ে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তখনও বেশ সাঁতার জান্‌তুম। যতই ডুব্‌তে যাই, আমায় যেন কে ঠেলে ভাসিয়ে তোলে। চেয়ে দেখি ওপরে দাঁড়িয়ে সকলে মজা দেখ্‌ছে। মা-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে।

দেখে আমার রাগ হ'ল আরো বেশী। কী! আমি ডুব্‌তে যাচ্ছি—আর সকলে মজা দেখ্‌ছে। আরো বেশী

করে ডুবতে লাগলাম। কিন্তু কি বারেই ভেসে উঠি—ডোবা আর কিছুতে হ'ল না।

এমন রাগ হ'ল আমার! ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গা নিজেই কামড়াই। করলুম কি একবার ডুব দিয়ে ঘাটের তলায় এসে চুপটি করে বসে রইলুম। তক্তার ঘাট, ফাঁক দিয়ে সব দেখা যাচ্ছিল। মা যখন দেখ্‌লে এবার ডুব দিয়ে আর

ঘাটের তলায় এসে চুপটি করে বসে রইলুম

আমি উঠ্‌লুম না—তার চোখ দুটো যেন ছলছলিয়ে এলো। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের পুরোনো চাকর ভুলুয়া। মা তাকে জলে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—দ্যাখ্‌তো ও গেল কোথায়।

ভুলুয়াতো ডুবে ডুবে সারা। আমাকে আর খুঁজে পায় না। দেখি মা পুকুর ধারে কাদার ভেতর থপ্ করে বসে পড়্ল! আমার এমন হাসি পাচ্ছিল, আর থাক্তে পারলুম না।

হি—হি করে হেসে উঠ্লুম। ভুলুয়াটা আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাটের তলা থেকে হিড়—হিড় করে আমায় টেনে বের করে উঁচু করে এক্কেবারে উঠোনে এনে ফেল্লে। ঠিক এম্নি সময় বাবা আফিস্ থেকে ফিরে এলেন। সব শুনে বাবা আমার কানটা ধরে গালে গোটা কয়েক চড় মেরে বল্লেন—হতভাগা ছেলে—ফের এমন করবি? আমি কাঁদো—কাঁদো হ'য়ে চোখ মুছে বল্লুম—না আর কক্ষণো কর্বো না।

নাড়ুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনে ঘরে একটা হাসির তুফান এলো। মুচ্কী হেসে সে বল্ল,—কিন্তু সে-দিন লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছিল আমার বেশী। বিপিন বল্ল—কি রকম?

হাস্তে হাস্তে নাড়ু বল্ল—বাবার হাতে দুটো চড় খেয়েছিলুম বটে, কিন্তু রাত্তিরে মা কোলে বসিয়ে এক বাটী রসগোল্লা খাইয়েছিল—বেশ মনে আছে একসঙ্গে অত রসগোল্লা আর কোনদিন খাইনি—বলে মুখ চোট্কাতে লাগলো। আমি বল্লুম—বেশ বেশ, এইতো বীর পুরুষের

লক্ষণ। সেবারের মতো নাড়ুর কৃপায় আমাদের মস্তবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

আড্ডায় আড্ডায় ছুটিটা যে ফুরিয়ে এলো তা মোটেই টের পাইনি—যখন টের পেলুম—ইস্কুল খোল্‌বার তখন আর মোটে দুদিন বাকী। ছুটি ফুরোলেই প্রমোশন। পরীক্ষা যে নেহাৎ খারাপ দিয়েছি তা নয়, আমাদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত—তার ওপর সোনায় সোহাগা—সারা বছর পণ্ডিতের সঙ্গে ছিল আমাদের আগুনে কাঁঠালে বীচির সম্পর্ক! কাজেই সংস্কৃতে আমাদের বেশ একটু ভয় ছিল।

সেদিন দুপুর বেলায় আড্ডাটা কিছুতেই তেমন জম্‌ছিল না। গড়িয়ে—হাইতুলে—সময় যেন আর কাট্‌তে চায় না। হঠাৎ প্রমোশনের ভয় মাথায় ঢুক্‌তেই আমাদের বোধ হয় এমনতর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। বাইরে আমরা যাই করি না কেন, প্রমোশন না পেলে বাড়ীতে অবস্থা যে নেহাৎ নিরাপদ থাকবে না, সে বেশ ভাল করেই জান্‌তুম। আর জান্‌তুম বলেই আমাদের এমন হেসে-খেলে-উড়িয়ে-দেওয়া দিনগুলো হঠাৎ যেন কেমন বিস্বাদ্ হ'য়ে উঠ্‌ল।

মাড়ু একবার হাইতুলে বল্লে—চলহে পণ্ডিতের কাছ থেকে নম্বর জেনে আসা যাক্।

কথাটায় সকলেই রাজী হ'লুম।

বিপিন বল্লে—এই রদ্দুরে?

আমরা সকলে মিলে তাকে টেনে তুলে বল্লুম—আরে চল না হে জেনেই আসা যাক্ না—এখানে বসেই বা কি কর্‌বে শুনি?—

ঝাঁ-ঝাঁ রদ্দুর—শীতকাল হ'লে কি হ'বে—হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে ঘামে জামা ভিজে গেল—চোখ কাণ লাল হয়ে উঠ্‌ল। পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন পৌঁছুলুম—সূর্য্যিমামা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

রোদে পোড়া ঘাসের ওপর বসে পড়ে—জামা খুলে বাতাস খেতে খেতে বিপিন বল্লে—কেন বাবা—বল্লুম তখুনি, খাসা বিকেল বেলা যাওয়া যাবে'খন, এখন কোথায় পণ্ডিত?

তিনি বোধ হয় আরাম্‌সে তাকিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। এদিকে তেষ্টায় প্রায় প্রাণ যাবার যোগাড় আর কি! তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে—ঝি—ও-ঝি—।

পা-কাটির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরকার উঠোনের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখি কালো মিশ্‌মিশে মোটা একটী

স্ত্রীলোক বিপিনের আচম্‌কা ডাক্ শুনে—একহাত ঘোম্‌টা টেনে ছুটে পালাচ্ছে।

নাড়ু জিব কেটে বল্লে—ছি-ছি-ছি কি করলি বল দেখি ?

বিপিন বল্লে—কেন ?—ঝিকে ডাক্‌লুম তো! নাড়ু ধমক্ দিয়ে বল্লে—হ্যাঁ ঝিকে ডাক্‌লে বৈকি ?—ও কে তা জানো ?

—বাঁচতে চাও যদি তো এক্ষুণি পালাও সব—

বিপিন বল্লে—কে আবার ?

নাড়ু বল্লে—বাঁচ্‌তে চাও যদি তো এক্ষুণি পালাও সব-উনি পণ্ডিত মশায়ের বৌ! বিপিন বল্লে— অ্যাঁ ?

আর অ্যাঁ! যেমনি ও কথা শোনা—সকলে একেবারে চোঁচা দৌড়—ছুট্—ছুট্—ছুট্ খেলার মাঠে পৌঁছবার আগে একবার ফিরে তাকাবারও সাহস হয়নি আমাদের!

* * * *

এত কাণ্ড করেও—শেষটা আমরা পাশই করলুম। প্রমোশনের দিন হেড্ মাষ্টার আমাদের সক্কলকার নামই ডাক্‌লে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

কিন্তু শুধু পাশ কর্‌লেই তো হয় না—পাশ করেই ভাবনা এলো এখন কোথায় পড়্‌তে যাবো?

গ্রামের ইস্কুলের পড়া ত' আমাদের সাঙ্গ হ'ল। আশে পাশে আর ভাল ইংরেজী ইস্কুল নেই। কাছেই একটা ছোট্ট সহর। সেখানেই হয়তো যেতে হবে।

আর দলের সক্কলেই যে সেই সহরেই যাবে তার তো কোনো মানে নেই, অনেকেই হয়তো অন্য কোনো যায়গায় আত্মীয় বাড়ী থেকেই পড়্‌বে—আবার দূরে যাবার ভয়ে হয়তো আমাদের কেউ কেউ পড়াই ছেড়ে দেবে। এমনতর অনেক কথাই আমাদের মনে আস্‌তে লাগ্‌লো। দল ভেঙ্গে যাবে এই রকম একটা আশঙ্কায় আমরা একেবারে মুষড়ে পড়্‌লুম।

এযে আরো হ'ল ভাল। এখন দেখ্‌লুম পাশের চাইতে ফেল করাই ছিল আমাদের ভালো। বিদায়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে এলো। দল থেকে খস্‌তে খস্‌তে শুধু বাকী রইলুম আমি আর নাড়ু। কেউবা ভিন্ যায়গায় চলে গেল, অনেকেই পড়া ছেড়ে দিলে।

ঠিক হ'ল আমি আর নাড়ু কাছের ছোট্ট সহরটায় একই ইস্কুলে পড়্‌ব—আর থাক্‌বো সেই ইস্কুলের বোর্ডিংএ।

যাবার দিন চোখের জলের ভিতর দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকোয় উঠ্‌লুম। বিপিন ওরা সব—হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমাদের নৌকো পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির সঙ্গে চেনা যে যায়গাটা—তাকে ছেড়ে যেতে যে ব্যথা মনের কানায় কানায় ভরে উঠল—তা নিতান্ত আপনার জিনিষ—বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই তো! আজ এই মুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগ্‌ল—এখানকার প্রত্যেকটি গাছ—প্রত্যেক পথের বাঁক—ঐ আম-বাগান—শিউলীতলার ঐ বাঁধানো বেদীটা, কালীবাড়ীর আঙ্গিনা—এমন কি যে পাটক্ষেতের ভেতর ইস্কুল পালিয়ে লুকোচুরি খেলতুম—তারও প্রত্যেকটী পাতা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে—যেও না—ওগো—তোমরা যেও না—তোমরা ছুটিতে আমাদের মনের কোণে যে আসন পেতে

নিয়েছ, তা পড়ে রইল কি শুধু চোখের জলে ভিজ্‌তে ?—আরো ডাক শুন্‌তে পেলাম। পলাশবনের মাথা—হাটখোলার বাঁক—চৌধুরীদের নাটমন্দির—যেন চোখ টিপে টিপে সরে পড়্‌তে লাগল।

আজ মনে হ'ল কারো সঙ্গে বিবাদ রইল না আমাদের। পণ্ডিত মশাই—চৌধুরীদের পাঁঠা চরাতো যে ছোঁড়া চাকরটা—ও পাড়ার বিশ্বনিন্দুক নসুঠাকুর—এমন কি ইস্কুলের পাঙ্খাওয়ালা পর্য্যন্ত আজ আমাদের ভালো বলে ঠেক্‌তে লাগল—এবং তাদের হারানোকেও—আমরা মস্ত বড় একটা ক্ষতি বলে স্বীকার করে নিলুম।

হোষ্টেলে আমরা দুজনে একটা ঘরেই যায়গা পেলুম।

এখানে এসে নাড়ু যেন আগেকার ভাল মানুষটী হয়ে গেল। কারো সঙ্গে আলাপ নেই—দুজনে চুপচাপ ইস্কুলে গিয়ে এক কোণে বসি আবার ছুটি হ'লে ধীরে ধীরে হোষ্টেলে ফিরে আসি। তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যে বেলা আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম।

চমৎকার নদী এখানকার। তরতর-বয়ে-যাওয়া নদীর

ধার দিয়ে, সাড়ীর চওড়া পাড়ের মতো চলে গিয়েছে একটা লাল সুরকীর রাস্তা। ঠিক যেন পটুয়ার আঁকা ছবিটি! আর রাস্তার দুধার দিয়ে লম্বা সার সার ঝাউগাছ। শীতের বাতাস নদীর জল কাঁপিয়ে ঝাউ গাছের পাতা দুলিয়ে, শোঁ—শোঁ করে যখন চলে যায়, বেশ লাগে কিন্তু!

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যা হয়-হয়। জ্যামিতিটা খুলে সোমবারের পড়াটা একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম। নাড়ু খাট থেকে উঠে বল্লে, সন্ধ্যা বেলা আবার পড়া কিরে? চল নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

নেহাৎ আপত্তি ছিল না। আল্না থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে বল্লুম—চলো। দুজনে যখন হোষ্টেল ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লুম তখন জ্যোৎস্না উঠে গেছে।

শীতের শেষটা। বাতাস ঠাণ্ডা হলেও বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছিল। নদীর ঢেউগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো চাঁদ বুকে নিয়ে পাড়ে এসে আছ্‌ড়ে পড়ছিল।

আমরা এগিয়ে চল্‌লুম্। আরো খানিকটা যেতেই দেখলুম নদীর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও যেখানটায় বেঁকে গেছে সেই মোড়ের মাথায় ভয়ানক ভীড়।

নাড়ু বল্লে চল্‌তো দেখি ওখানটায় কি হচ্ছে? দুজনে ভীড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখি সে এক মজার ব্যাপার।

একটা পাদ্রী ভয়ানক মদ খেয়ে মাত্‌লামী সুরু করে দিয়েছে। নদীর কিনারায় এমন যায়গাটায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে যে, আর একটু হলেই একদম নদীর তলায়! দেখ্‌লুম পাদ্রীটা এক পা তুলে সুর করে গাইছে।—ওড়বার ভঙ্গিতে :—

If the bird can fly
Pray why can't I ?
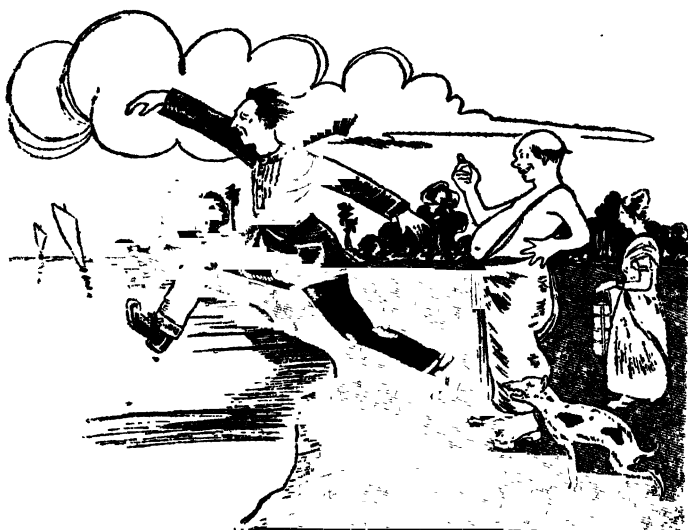
তার-পর করলে কি হাত পা তুলে নদীতে এক লাফ!

যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছিল সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু কেউ তাকে এগিয়ে ধর্‌তে গেল না। পলক্ ফেল্‌তে

নাড়ু করলে কি, কোট্‌টা আমার গায়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে নদীতে পড়্‌ল। আমি তাকে ধর্‌তে কিম্বা মানা কর্‌তেও সময় পেলাম না।

সকলে হায়-হায় করে উঠ্‌ল। নদীতে বেশ স্রোত। তা ছাড়া ঐটুকু ছেলে কি করে একটা মাতালকে টেনে তুল্‌বে? আর যদিই বা সে পাত্রীটাকে টেনে ধরে—তবে সেও তো প্রাণের ভয়ে মরিয়া হ'য়ে ওকে জড়িয়ে ধর্‌তে পারে? তখন ছুটো শুদ্ধু মারা যাবে যে! এম্‌নি অনেক কথাই সকলে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো।

আমি যেন আর আমাতে ছিলুম না। মাথাটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে লাগ্‌লো, নদীর দিকে তাকাবারও সাহস রইল না আমার। রাস্তার উপরেই বসে পড়্‌লুম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে বল্লেন—ও ছোক্‌রা তোমার কে হয় বাছা?

আমি বল্লুম—ভাই।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হ'য়ে শুধোলেন—আপন ভাই?

আমি বল্লুম—না।

ভদ্রলোক বল্লেন—এই রাস্তা ধরে বরাবর ভাটীর দিকে চলে যাও—খানিকটা গিয়ে ভেসে উঠ্‌বে, ভয় কি?—তিনি চলে গেলেন।

ভাবলুম—ভাই নয় বটে—কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী। আরো খানিকটা বসে রইলুম—আমার চল্‌বার শক্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। যখন উঠ্‌লুম, সেখানে তখন আর কেউ ছিল না। চেয়ে দেখি, সব লোক মজা দেখ্‌তে ভাটীর দিকে ছুট্‌ছে। আস্তে আস্তে উঠে আমিও রওনা হ'লুম। দেখ্‌লুম, লোকগুলো ছুটে চলেছে—

আগে—আরো আগে—নদীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম—ঐ দূরে একটা কি ভেসে যাচ্ছে না! ছুটে চল্লুম—হ্যাঁ নাড়ুই বটে! আরো খানিকটা এগোতে ওকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে নাড়ু একেবারে নদীর ধারে ছিট্‌কে এসে পড়্‌ল। আমি ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলুম। দেখি, নাড়ুর চোখ

মাথাটা কোলে তুলে নিলুম

লাল, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। সে শুধু তার রাঙা চোখ দুটো আমার মুখের উপর তুলে ধরে বল্লে—ভাই, ধরেছিলুম ঠিক্ তাকে, কিন্তু রাখ্তে পারলুম না—বলেই হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেল। গাড়ী ডেকে নাড়ুকে হোষ্টেলে নিয়ে এলুম।

তারপর অনেক রাত্রে তার জ্ঞান হ'য়েছিল। বেশ মনে আছে। এরপর দু'দিন সে কারো সঙ্গে কথাটি কয়নি—গুম্ হ'য়ে বসে থাক্তো। মাঝে মাঝে আমাকে বল্তো—বেচারী প্রাণের ভয়ে আমায় এত জোরে আক্ড়ে ধর্লে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। একটা প্রাণ আমি নিজের দোষে বাঁচাতে পার্লুম না—নীলে।

নাড়ুর মরা প্রাণে আবার যে জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো তার নাম—সত্য। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। অন্য কোথাও পড়্ত সে, তার বাপ এখানে বদ্লি হওয়াতে, আমাদের সঙ্গে এসে ভর্ত্তি হলো।

সত্যর একটা জিনিষ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে, সে কখনো হাস্তে ভোলেনি। হাসি ছিল যেন তার গাছের বারমেসে ফল। নিজেও যেমন হাস্তে পার্তো—পরকে হাসাবার ক্ষমতাও ছিল তেমনি অসাধারণ।

সে এক-একজনের কথাবার্ত্তা এমন নকল ক'রে বল্‌তে পারত যে, চোখ বুজে শুন্‌লে মনে হ'তো,—যার নকল করা হ'চ্ছে, কথা বল্‌ছে যেন সে-ই। গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত সে এমন হুবহু ধরে ফেল্‌তো যে—অবাক্ কাণ্ড !

একদিন টিফিনের সময় ক্লাসে বেশ জোর আড্ডা বসে গেছে। নাড়ু বল্লে—"আচ্ছা সত্য, তুইতো ক্লাসের সক্কলকার কথাই নকল কর্‌তে পারিস্, কৈ হেড্‌মাষ্টারের কথা নকল কর দেখি ? তবে বুঝ্‌বো তোর কেরামতি !"

সত্য হেসে বল্লে—তবে দেখ্‌বি মজা ?—এই বলে দু'হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে মোটা গলায় ডাক্‌লে—"দপ্তরী—দপ্তরী !—"

ঠিক হেড্‌মাষ্টারের গলা ! পাশেই দপ্তরীর একটা ছোট্ট ঘর। ডাক শুনে সে ছুটে এসে আমাদের ক্লাসে ঢুক্‌লো। ক্লাসসুদ্ধ সব্বাই হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল। এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে হেড্‌মাষ্টারকে না দেখ্‌তে পেয়ে দপ্তরী ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ছুটির পর বেরোতেই—দেখি, গেটের সাম্‌নে হেড্‌মাষ্টার নিজে দাঁড়িয়ে। পাশে ইস্কুলের দপ্তরী। মাষ্টার মশাই আমাদের ডেকে বল্লেন—"তোমাদের ক্লাসে কে নাকি আমার গলা নকল ক'রে কথা কইতে পারে ?"

বুঝলুম, এ দপ্তরী ব্যাটার কাজ।

কাউকে কিছু বল্‌তে হ'ল না—সত্য এগিয়ে গিয়ে বল্লে—হ্যাঁ স্যার, আপনি যা বল্‌ছেন সে কথা সত্য এবং সে কাজ আমিই করেছি।

হেড্‌মাষ্টার আমাদের ডেকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলুম, সত্যকে ফাইন্‌ দিতে হবে।

হেড্‌মাষ্টার ভেতরকার দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর সব মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এই ছেলেটি নাকি আমার কথা নকল ক'রে কইতে পারে! তারপর সত্যকে বল্লেন—কি বল্‌ছিলে বলতো?

আশ্চর্য্য এই যে, সত্য একটুও দম্‌লে না। সে দপ্তরীকে ডাকা—হেড্‌মাষ্টার কি করে পড়ান—কি করে মাষ্টারদের সঙ্গে কথা বলেন—পড়াতে পড়াতে 'Silence' বলে চ্যাঁচানো,—হুবহু সব নকল করে বলে গেল।

মাষ্টাররা সব দেখি রাগে ফুল্‌ছে।

হেড্‌মাষ্টার কিন্তু হেসেই খুন। হাসি থাম্‌লে, সত্যকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন—গুণের আদর না করার মতো মূর্খতা আর নেই—এই বলে তিনি নিজের হাত থেকে সোনার ঘড়িটা খুলে সত্যের হাতে পরিয়ে দিলেন।

আমরা হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গরমের ছুটি এসে পড়্‌ল। আমি আর নাড়ু আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। খবর পেয়ে আমাদের দলের সব দেখা কর্‌তে ছুটে এলো। যারা বাইরে পড়তে গিয়েছিল—তারাও এসে আস্তে আস্তে জুট্‌ল। আবার আড্ডা গুল্‌জার হ'য়ে উঠ্‌ল।

অমর একদিন এসে বল্লে—এ রকমভাবে দু' মাস কি ক'রে কাট্‌বে? চল, একটা কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা যাক্‌।

হরিশ টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে বল্লে—হ্যাঁ, নূতন কিছু কর্‌তে হয়তো চল,—পায়ে হেঁটে কাশ্মীর। দিব্যি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে পাঞ্জাব অবধি যাওয়া যাবেখ'ন।

নাড়ু হেসে বল্লে—কাশ্মীর যাবে তোমরা?

আমি বল্লুম—কেন হবে না—ইচ্ছা থাক্‌লেই হয়।

বিপিন বেশ একটু পেটুক! সে মাথা নেড়ে বল্লে—না হে না—ও কাশ্মীর টাশ্মির ছেড়ে দাও। তার চাইতে চল, রাত্তিরে ভট্‌চায পাড়ায়। দিব্যি তাদের কলা বাগান পেকে পুরুষ্টু হ'য়ে আছে, খাসা নষ্টচন্দ্র হবেখ'ন।

নাড়ু হেসে বল্লে—হ্যাঁ এ জিনিষটা ঠিক কাশ্মীর যাওয়ার মত শোনাচ্ছে না বটে। তা আপত্তি নেই আমার।

পেটুক বলে বিপিনের একটা বদ্‌নাম আছে বটে কিন্তু কাজের বেলায় রাজী হলুম সক্কলেই। কথাবার্ত্তা রইল—আস্‌ছে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের ভেতর আমাদের রাতের অভিযান শেষ করা হবে।

আমার ওপরেই, সক্কলকে ডেকে নাড়ুদের বাসায় হাজির হওয়ার ভার ছিল। দলবল নিয়ে যখন ওর বাসায় গিয়ে পৌঁছুলাম সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। বাইরের ঘরটায় কেউ কোত্থাও নেই—ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। বাড়ীর ভেতর খবর পাঠিয়ে জান্‌লুম নাড়ু খেতে বসেছে। খানিক বাদে নাড়ু জামা কাপড় পরে হাতে একটা ইউকোলিপ্‌ট্যাস্‌ অয়েলের ছোট্ট শিশি নিয়ে হাজির হলো!

আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম—ওকি, তুমি ওখানে যাচ্ছ না নাকি?

নাড়ু আমাদের সক্কলকার জামা কাপড়ে একটু একটু করে ইউকোলিপ্‌ট্যাস্‌ অয়েল মাখিয়ে দিতে দিতে বল্লে—যাবো সেখানে এটা ঠিক, কিন্তু যে জন্য যাওয়ার কথা ছিল—সে উদ্দেশ্যে নয়। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বল দেখি—ব্যাপারটা কি শুনি-ই না?

নাড়ু বল্লে—ভট্‌চায বাড়ীর কলা বাগানের চারদিকে উঁচু দেয়াল তো ?—তাই কোন্ দিক দিয়ে বাগানে ঢোকা স্থবিধে হবে সেইটে দেখবার জন্য বিকেল বেলায় ঐ দিকটায় একবার গেছলাম।

আমি বল্লুম—তারপর ?

নাড়ু বল্লে—মালী ব্যাটার সঙ্গে আলাপ ক'রে জান্‌লুম, ওবাড়ীর ছোট্ট মেয়েটার আজ দুপুর থেকে কলেরা হ'য়েছে—কিন্তু বাড়ীতে দেখ্‌বার নাকি কেউ নেই !

তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লে—আমি বলে এসেছি সব পালা ক'রে রাত্তিরে থাক্‌বো ওখানে। আমাদের দিকে চেয়ে বল্লে—কেমন রাজী আছ তো তোমরা সব ?

এখানে কেউ কি মুখ ফুটে বল্‌তে পারে—পারবো না—? আমরাও পারলুম না।

যেখানে ভক্ষক হ'তে যাচ্ছিলুম—রক্ষক হ'য়ে ঢুক্‌তে যে সেখানে একটুও পা কাঁপেনি তা বল্‌তে পারিনে।

তারপর নাড়ুর সে রাত জেগে সেবা কর্‌বার কথা—না হয় নাই বল্লুম। সেবা কি ক'রে কর্‌তে হয়, তা চোখের সামনে এতদিন এমনভাবে এসে ধরা দেয়নি। পুরস্কারের আশা না রেখে সেই যে রাতের পর রাত প্রাণপাত পরিশ্রম —আমার তো মনে হয়—তা শুধু নাড়ু বলেই সম্ভব হয়েছিল।

এ কেবল, যে দেখেছে তার আপনার মনে গেঁথে রাখবার মতো, বাইরের বিজ্ঞাপনের ধার সে ধারে না। বেশ মনে আছে, ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে তাকে একদিন চুপি চুপি বলেছিলাম—নাড়ু, এসো আমরা একটা সেবা-সমিতি খুলি ; নিঃস্বের সেবাই হবে সে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিয়ে আমরা কেউ করবো না—আজীবন আমাদের পরের জন্যই কাটবে। এম্‌নিতর ছোট-খাটো বক্তৃতাও একটা দিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সে কথা মনে আন্‌তেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

নাড়ু আমার হাতটা তার হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছিল—কাজ কি ভাই আমাদের নামের গোরেতে? মনটা যদি চিরদিন এম্‌নি থাকে তো ওটা কোনো দিনই ভুল্‌বো না।

ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের বন্ধ হ'য়েছিল যেমন অন্য সব ইস্কুলের আগে, খুল্‌লোও তেম্‌নি সকালে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি আমরা আবার ভালো ছেলে সেজে—সরস্বতীর বরপুত্র হবার আশায়—ইস্কুলে ছুট্‌লুম।

গিয়ে দেখি, ইস্কুলের বেশ একটু পরিবর্ত্তন ঘটেছে : আমাদের আগেকার হেড্‌মাষ্টার চলে গেছেন বদ্‌লি হ'য়ে,

আর, তাঁর যায়গা দখল করেছেন, মোটা কালো কুচ্-কুচে ভুঁড়িওয়ালা এক বুড়ো মাষ্টার। ছ'দিনের ব্যবহারেই বেশ বুঝতে পারলুম, হেডমাষ্টার মশায় অযথা ভুঁড়িটির ভার বয়ে বেড়ান না। ওটি তাঁর দুষ্ট বুদ্ধি জমিয়ে রাখবার থলি-বিশেষ।

একদিন বিকেল বেলা আমরা ক্লাশের কয়েকটি ছেলে মিলে নদীর ধারে বসে বেশ জটলা কচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, সাক্ষাৎ যমদূতের মত হেড্মাষ্টার মশায় তাঁর মোটা লাঠি হাতে করে—ভুঁড়ি বাগিয়ে কখন থেকে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন! আমায় তাকাতে দেখে মোটা গলায় বল্লেন—"এখানে কি কচ্ছ তোমরা?" সকলেই পেছন ফিরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে! আমরা কি বেড়াবার অধিকারও হারিয়ে বস্লাম তাঁর আমলে?

কথার জবাব দিলে নাড়ু। সে বল্লে—নদীর হাওয়া খাচ্ছি স্যার!

হেড মাষ্টার তাঁর ছড়ি ঘুরিয়ে মোটা গলায় বল্লেন—না, এখানে এ রকমভাবে আড্ডা দেওয়া চল্বে না তোমাদের।—এই বলে আর একদিকে চলে গেলেন।

ভালো রে ভালো! নদীর ধারে বেড়াবো—তাতেও মাষ্টারী!

নাড়ু বল্লে—হ্যাঁ, শক্তের ভক্ত, নরমের যম—রোসো বাছাধনকে একটু মজা দেখাতে হচ্ছে।

পরদিন ইস্কুল ছুটির পর নাড়ু আমাদের চুপি চুপি ডেকে নিয়ে শুধোলে—কি রে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লি?

আমি বল্লুম—কিসের কি?

নাড়ু বল্লে—দূর বোকা! হেড্‌মাষ্টার আমাদের পেছনে চর লাগিয়েছে, তা জানিস্?

সত্য যেন আকাশ থেকে পড়ে বল্লে—চর কি রকম?

নাড়ু হেসে বল্লে—আর কি রকম! টিফিনের ঘণ্টায় হেড্‌মাষ্টারের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ঘরের ভেতর ফিস্‌-ফিস্‌ আওয়াজ শুনে জান্‌লার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ছু'টো ছেলেকে হেড্‌মাষ্টার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে বল্‌ছে—আর আমরা কখন কি করি সব সময় পেছন পেছন থেকে তা জেনে, হেড্‌মাষ্টারকে বল্‌তে হবে।

আমি বল্লুম—তার মানে? আমরা কি চোর, না ডাকাত?

নাড়ু বল্লে—চোরই হই—আর ডাকাতই হই—মোট কথা, আমাদের পেছনে কেউ লেগেছে।

সত্য বল্লে—ছেলে দু'টো কোন্ ক্লাসের বল্‌তে পারিস্?

নাড়ু চোখ বুজে একটু মাথা চুল্‌কে বল্লে—বোধ হয় ফার্ষ্ট ক্লাসের হবে। তবে এটা ঠিক, ওদের শায়েস্তা না কর্‌লে চল্‌ছে না।

সত্য বল্লে—নিশ্চয়ই।—

নাড়ু বল্লে—তোরা খেয়ে-দেয়ে নদীর ধারে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌বি। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আস্‌ছি।

তিন জনে যখন নদীর ধারে গিয়ে মিল্‌লুম, তখনও একটু বেলা আছে।

নাড়ু বল্লে—চল্ এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।

আমি বল্লুম—কোথায়?

নাড়ু বল্লে—আয় না আমার সঙ্গে।

নদীর রাস্তা ছেড়ে পুরোনো বাগের রাস্তা ধর্‌লুম। সহরের শেষটায় একটা পোড়ো জায়গা—লোকের বসতি নেই—জায়গাটা একেবারে জঙ্গলে ভর্ত্তি। প্রবাদ আছে, কোনও-কালে নাকি নামকরা এক জমিদার ছিল এইখানটায়। তার অত্যাচারে প্রজারা একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। শেষটা আর টিক্‌তে না পেরে প্রজারা বিদ্রোহী হ'য়ে রাতারাতি জমিদার বাড়ী চড়াও করে সব খুন ক'রে ফেলে। বংশে বাতি দেবারও নাকি কেউ ছিল না। একে সন্ধ্যা ঘনিয়ে

আসছিল, তার ওপর জায়গাটার এমন একটা ভীষণ কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখে, প্রাণটা আপনিই ছম্‌-ছম্‌ করে উঠ্‌ছিল।

নাড়ু গিয়ে একেবারে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়্‌ল। বল্লে—পেছন-পেছন আয়।

আমাদের দেখে দু'টো শেয়াল গর্ত্ত থেকে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

আমি বল্লুম—জঙ্গলের ভেতর এ সন্ধ্যেবেলা কি হবে?

নাড়ু শুধু বল্লে—দরকার আছে।

চল্লুম তার পেছন-পেছন। মাথার ওপর দিয়ে একটা কাল প্যাঁচা বিকট শব্দ ক'রে চ'লে গেল। আরো খানিকটা গিয়ে দেখি, পোড়ো-বাড়ীর একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি যেন প্রেতের মত দাঁত বের করে পাহারা দিচ্ছে।

নাড়ু বল্লে—এইখানে আমরা বস্‌বো।

সকলে গিয়ে তার ওপরে বস্‌লুম। সিঁড়ির তলা থেকে গোটা কয়েক বাদুড় ঝট্‌-পট্‌ করে বেরিয়ে আমাদের গায়ে ডানার ঝাপ্‌টা মেরে চ'লে গেল।

নাড়ু পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই বের করে বল্লে—নে ধরা একটা করে।

আমি বল্লুম—নাড়ু এ সব কি?

নাড়ু বল্লে—আরে বোকা, কেউ দু'টো আমাদের পেছু

নিয়েছে। ওদের দেখাতে হবে—আমরা সব বখাটে ছেলে—এইরকম জায়গায় আমাদেব রোজ আড্ডা বসে। মুখের দিকে হাঁ ক'রে রয়েছিস্ কি? তুই তো সত্যি সিগারেট খাচ্ছিস্ নে, শুধু ধরিয়ে বোসে থাক্ না।

আমি বল্লুম—ওদের এসব দেখিয়ে লাভ?

নাড়ু চোখ বুজে বল্লে—দরকার আছে।

আর আপত্তি না করে ওর কথামতই কাজ কর্‌লুম।

নাড়ু আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লো—ব্যাটারা হেড্-মাষ্টারকে গিয়ে সব লাগাবে—ভারী মজা হবে কাল্‌কে।

পুরোনো বাগ থেকে যখন ফিরে এসে হোষ্টেলে ঢুক্‌লুম—ঢং-ঢং ক'রে তখন ঘড়িতে আট্‌টা বাজ্‌ল।

নাড়ু বল্লে—কাল্‌কেও যেতে হবে কিন্তু!

পরদিন বিকেলবেলা আবার সকলে পুরোনো বাগের দিকে রওনা হ'লুম। যাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু নাড়ুর সত্যিকারের ইচ্ছেটা যে কি, তা বুঝ্‌তে না পেরে মনটা সন্দেহের দোলায় তুল্‌ছিল। আজকে নাড়ু আরো নিবিড় জঙ্গলে ঢুক্‌তে লাগ্‌ল। আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—তারা যে সত্যি আমাদের পেছন-পেছন এসেছে, তা কি ক'রে জান্‌লি?

নাড়ু মুচ্‌কি হেসে বল্লে—আজকে শুধু ফেউ নয়—পেছনে বাঘও আছে।

আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—সেকি? হেড্‌মাষ্টার মশাইও সঙ্গে আছেন নাকি?

নাড়ু শুধু বল্ল—'হুঁ'।

নিঃশব্দে সকলে চল্‌তে লাগলুম। আরো খানিকটা গিয়ে দেখলুম সাম্‌নে বেত কাঁটার মস্ত বড় ঝোঁপ। বল্লুম—এর ভেতরেও ঢুক্‌তে হবে নাকি?

নাড়ু বল্ল—'হুঁ'।

ওতো 'হুঁ' বলেই খালাস! এদিকে আমাদের তো প্রাণ যায়।

বেত ঝোঁপ থেকে এক একটা ডাঁটার আগা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নাড়ু আমাদের দিয়ে বল্লে—টান্—

টেনে টেনে জায়গাটা বেশ ফাঁকা হ'তে দেখ্‌লুম—ভেতরে দিব্যি একটা পরিষ্কার রাস্তা হয়ে গেছে। পকেট থেকে এক বাণ্ডিল সূতো বের ক'রে বল্ল—প্রত্যেকটি ডাঁটার আগা পাশের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ। আমরা নাড়ুর কথা মত সেই রকমটি ক'রে তার পেছু পেছু নূতন-পাওয়া-রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। খানিকটা গিয়ে নাড়ু বল্ল—চুপ, কথা ক'স্‌নি আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাক্।

একটু বাদেই দেখি দুটো ছেলের সঙ্গে আমাদের হেড্-মাষ্টার মশাই পা টিপে টিপে এই দিকে আস্‌ছে। বেত

ঝোঁপের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে ছেলে ছুটো বোধ হয় হেড্‌মাষ্টারকে ফিস্ ফিস্ করে বল্ল—এই পথেই তারা গেছে। হেড্‌মাষ্টারও মাথা নেড়ে সেই রাস্তায় নেমে পড়লেন।

নাড়ু চুপি চুপি বল্ল—ছুপাশ দিয়ে ঘূরে গিয়ে স্তো গুলো কেটে দাও। আমরাও তার কথা মতো ছুভাগে ছুপাশ দিয়ে গিয়ে ছুরি দিয়ে কচাকচ্ স্তো কেটে ফেল্লুম। আর যাবে কোথা ? বেত কাঁটা গুলো ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ভূঁড়ি শুদ্ধ হেড্‌মাষ্টার ও আর ছেলে ছুটোকে জড়িয়ে ধর্‌ল।

আমরা ততক্ষণ পগার পার! পরদিন সকাল বেলা শুন্‌লুম হেড্‌মাষ্টারকে নাকি পুরাণো বাগের মুখে খেঁক্‌শেয়ালীতে ধরেছিল। শরীরের এমন জায়গা নেই যেখানে নাকি আঁচড়-কামড়ের দাগ না আছে! কাপড়, জামা টামা শুদ্ধ নাকি সব ছিঁড়ে গেছে।

আমরা বল্লুম—তবু যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছেন তাই রক্ষে—নইলে আমাদের দশাটা কি হ'তো !

পরদিন ইস্কুলে যেতেই নাড়ুকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর খাস্ কামরায়।

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি খানিক বাদে দপ্তরী একগাছা লিক্‌লিকে বেত এনে হাজির কর্‌ল। হেড্‌মাষ্টার নাড়ুর দিকে চেয়ে বল্লেন কাল্‌কে কোথায় গেছলে শুনি ?

নাড়ু অবাক হ'য়ে বল্ল—কোথায় স্যার ?

হেড্‌মাষ্টার রেগে বল্লেন কোথায় জান না ?—রোসো দেখিয়ে দিচ্ছি—এই বলে সপাং করে নাড়ুর গায়ে এক বেত ! নাড়ু আস্তে কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে বল্ল—মার্‌বেন না স্যার—

'না মারবো না—মাখন খেতে দেবো' বলে যেই আর এক ঘা মার্‌তে গেছেন অমনি নাড়ু খপ্‌ করে বেতটা ধরে ফেলে—তু'খানা ক'রে—জান্‌লা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

হেড্‌মাষ্টার বোধ হয় এতটা আশা করেন নি—! চোখ দেখে বুঝলুম ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি।

তাঁর হাত থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো।

খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন—যাও, ক্লাসে যাও।

নাড়ু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ঘটনার ৫।৭ দিন পর একদিন সকালে উঠে ভূগোলটা ভালো ক'রে তৈরী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে চেনা গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম—"মশায়, নীলু বলে কেউ এখানে থাকে ?" দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখি, আমাদের অমর কুলীর মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে এসে হাজির। আমি বল্লুম—অমর কোত্থেকে হে ?

সে বল্ল—ভাই, তোদের এখানেই থাক্‌বো।

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বা'র করে দেখি...পৃঃ ৯৯

আমি বল্লুম—তার মানে?

অনেক ব্যাখ্যা ক'রে সে যা বল্লে—তা'তে এইটুকু বোঝা গেল যে, অমর যেখানটায় পড়ত, স্বাস্থ্য তার সেখানে মোটেই টিক্‌ছে না—কাজেই তার বাবা নাকি ব'লেছেন—নীলেরা যেখানে আছে, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা কর।

আমি বল্লুম—তা হ'লে নীলের ওপর তোর বাবার খুব ভালো ধারণা আছে বল্?

অমর হেসে বল্লে—নিশ্চয়।

অমরের এখানে এসে লাভের চাইতে লোকসানই হ'ল বেশী। বছরের মাঝখানটায় সবগুলো বই বদ্‌লে যাওয়ায় বেচারী বেশ একটু মুস্কিলে পড়ে গেল। সে অনেক রাত জেগে পড়্‌ত বটে কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌তো না। তার ওপর সাম্‌নেই হাফ্‌-ইয়ার্‌লি একজামিন্।

একজামিনের দিন সাতেক আগে হোষ্টেলের একটা বড় রকমের ফিষ্ট খেয়ে সেদিন আর পড়্‌তে মন বস্‌লো না। বালিশটা টেনে নিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়্‌লুম। রাত প্রায় দু'টোর সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্‌তে চেয়ে দেখি—অন্ধকার ঘরের একটা পাশ আলো ক'রে অমরের শিয়রে আলো জ্বল্‌ছে, আর বিছানার ওপর বসে অমর দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।

লাফিয়ে উঠে তার হাত ছু'টো মুখ থেকে টেনে নিয়ে বল্লুম—কি হ'ল রে ?

ধরা প'ড়ে অমরের লুকোনো কান্না আর চাপা রইল না—সে আরো ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

কান্না শুনে নাড়ু লাফিয়ে উঠে এসে বল্লে—ব্যাপার কি ?

নাড়ুর অনেক সাধ্য-সাধনার পর অমর বল্লে যে—সে কিছুতেই পরীক্ষায় পাশ কর্‌তে পার্‌বে না—আর সে কথা যদি তার বাবার কানে যায় তো তিনি তা'কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

নাড়ু খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে বল্লে—তাই রাত ছু'টোর সময় মরা-কান্না সুরু ক'রে আমাদের ঘুমুতে দিবি নে ?

অমর চোখের জল জামার হাতায় মুছে বল্লে—ঠাট্টা নয় ভাই—তোকে আমি সত্যি ক'রে বল্‌ছি।

নাড়ু বল্লে—আহা, আমি বল্‌ছি তোর প্রশ্ন চুরি ক'রে এনে দেবো। হ'ল তো—যা এখন ঘুমোগে।

আমি বল্লুম—সেকি ? প্রশ্ন তুমি পাবে কোথায় ?

নাড়ু বিছানায় শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজে বল্লে—সে হবে একরকম ক'রে—বল্লুম যখন—তখন আর কিছুর জন্যে আট্‌কা থাক্‌বে না।

তা জান্‌তুম। নাড়ুর মত 'হ্যাঁ' কে 'না' কর্‌তে পারে,

এমনতর কেউ জগতে ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার কেমন মন সর্‌ছিল না। এই সেদিন হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল! তাই আস্তে আস্তে বল্লুম—কাজ নেই ভাই ও-সবে।

নাড়ু আমায় ধমক্ দিয়ে বল্লে—তুমিও আবার মরা-কান্না সুরু কর্‌লে—আজ কি ঘুমোতে দেবে না নাকি?

এরপর আর কথা চলে না—কাজেই চুপ ক'রে গেলুম।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটের ওপর বসে নাড়ু হাঁপাতে লাগ্‌লো।

জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম—ব্যাপার কি?

বল্লে—চুপ্—কোশ্চেন্ এনেছি।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়্‌লুম!

অমর হাঁ করে নাড়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাড়ু বল্লে—প্রেস থেকে আজই কোশ্চেন্ হেড্‌মাষ্টারের কাছে এসে পৌঁচেছে। হাত-বাক্সের ভেতর বন্ধ ক'রে হেড্‌মাষ্টার গেছেন, বোনের বাসায় বেড়াতে। তাঁর ভাইপোকে এক সের চম্-চম্ খাইয়ে তবে অনেক কষ্টে রাজী

করলুম। তারপর সে চুপি চুপি চাবি এনে দিতে কোশ্চেন্‌-গুলি নিয়ে এলুম। অবশ্য তারো এতে লাভ হ'য়েছে। ওদের ক্লাসের কোশ্চেন্‌ও একখানা ক'রে দিলুম কিনা। নিজের নেবার সাহস নেই অথচ আমাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করলে।

হেড্‌মাষ্টারের ভাইপো আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ে, তা জানি। বল্লুম—হেড্‌মাষ্টার এসে যখন টের পাবে তখন?

নাড়ু হেসে বল্লে—তা আর জানবার যো-টি নেই। প্রত্যেক পেপারের একখানা ক'রে কোশ্চেন্‌ নিয়ে আবার যেমনটি খামে মোড়া ছিল, তেমন ক'রে রেখে এসেছি। তা ছাড়া হেড্‌মাষ্টার নিজে তো আর খাম খুলবে না। মাষ্টারদের হাতে দিয়ে দেবে। দু' চারখানা বেশী ছাপা কি আর না থাকে?

সেই প্রশ্ন নিয়ে অমর দু'টো দিন, দু'টো রাত প্রায় ঠায় ব'সে কাটিয়ে দিলে।

ইংরেজী পরীক্ষার পর নাড়ু অমরকে জিজ্ঞেস্‌ কল্লে—কেমন এক্‌জামিন্‌ দিলি রে?

একগাল হেসে অমর বল্লে—দিয়েছি বেশ ভালো।

তারপর একে একে সব পরীক্ষাই হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য এই যে, নাড়ু সত্যি-সত্যিই ধরা পড়্‌ল না। তবে আমরা

শুন্‌লুম—ভাইপোকে সব বিষয়েই ভালো নম্বর পেতে দেখে হেড্‌মাষ্টার নাকি ব'লেছিলেন—কানু নিশ্চয়ই নকল ক'রে লিখেছে, নৈলে ও কি ক'রে এত নম্বর পেলে ?

ব্যস্‌ এই পর্য্যন্তই—এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি।

এর দিন কয়েক পর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুন্‌লুম—কোত্থেকে খুব নাম-করা এক যাত্রার দল এসেছে। বাজারে তিনদিন উপরা উপরি যাত্রা হবে।

এইখানে একটু কিছু বলা দরকার মনে করি। ফি বছরই এই সময়টায় স্থানীয় বাজারে খুব ধূমধাম ক'রে কালীপূজো হয়, আর সেই সঙ্গে নানারকম আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা থাকে। গত বছর এই উপলক্ষে খুব বড় একদল সার্কাস এসে নানারকম খেলা দেখিয়ে গেছ্‌ল। ছেলের দল আজও সেই কথায় লাফিয়ে ওঠে। এ বছরও উপরা উপরি তিনদিন যাত্রা হবে শুনে ছেলের দল খুব মেতে উঠ্‌ল। হোষ্টেলের ছেলেদেরই আমোদ সব চাইতে বেশী। কারণ, বাড়ীতে থেকে যারা পড়াশুনা করে, সব দিন দেখ্‌বার অনুমতি তারা পায় না। কিন্তু হোষ্টেলের ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে সে অনুমতির হাত থেকে রেহাই পায়।

ফি বছরের মত হোষ্টেলের ছেলেদেরও নেমন্তন্ন ছিল—যাত্রা শোন্‌বার।

প্রথম দিন আমরা সব পালিয়ে গেলুম। যাত্রা যে খুব খারাপ লাগ্‌ছিল, তা বল্‌তে পারি নে। কিন্তু মাঝখানে ঐ যে মোক্তারের পোষাক প'রে জুরির দল গালে হাত দিয়ে মরাকান্না সুরু ক'রে দিলে—সে শুনে একেবারে কাণ ঝালাপালা। এখনকার মত তখনো থিয়েটারী ঢংএ যাত্রা সুরু হয়নি। জুরির দল আবার নাছোড়বান্দা। শুধু
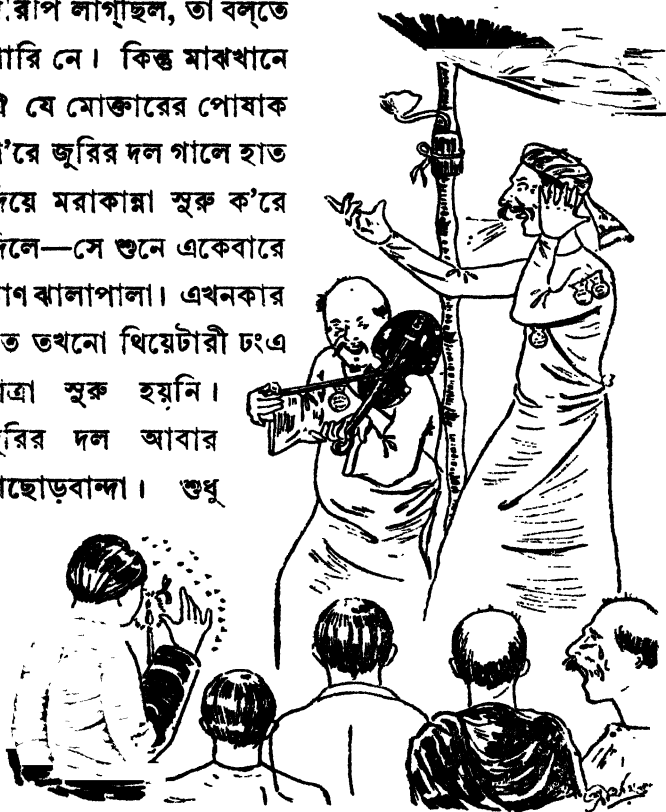
গালে হাত দিয়ে মরাকান্না সুরু করে দিল—

একবার গেয়েই ওদের মনের আশা মেটে না—প্রত্যেকে

চারদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইবে—তবে নিস্তার। এ যেন কে কতটা হাঁ করতে পারে তার একটা রীতিমত যুদ্ধ।

নাড়ু বল্লে—নাঃ, এ মোক্তারের দল তো বড় জ্বালাতন করলে ?

পাশে আর একটি ছেলে বল্লে—এরা আমাদের না তাড়িয়ে ছাড়বে না দেখ্ছি।

নাড়ু বল্লে—আমাদের তাড়াবে ? রোসো, মজা দেখাচ্ছি।

পাশেই ছিল একটা গ্যাস্-লাইট্, তাতে নানারকম পোকা এসে উড়ে পড়ছিল। নাড়ু কর্লে কি—সেই থেকে না পোকা ধরে তাল পাকিয়ে জুরিদের মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মার্তে লাগ্ল। বেচারী হয়তো মনের আবেগে চোখ বুজে কাণে হাত দিয়ে, মস্ত বড় এক হাঁ ক'রে সবে গান সুরু করেছে, হঠাৎ নাড়ুর অব্যর্থ গুলি গিয়ে পড়্ল তার মুখের মধ্যে—পোকাগুলো ততক্ষণে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে। বেচারী তখন গান থামিয়ে সাজঘরের দিকে দে ছুট্! এইরকম খানিকক্ষণ কর্তে দেখি, সত্যি-সত্যিই মোক্তাররা সব ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

তারপর বেশ আরামে গান শোনা গেল। শেষ রাত্রে গান শেষ হ'তে সব হোষ্টেলে ফিরে এসে লম্বা ঘুম!—এক ঘুমে বিকেল।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শুনি, আজকের পালা নাকি আরো ভালো। সকলেরই মন উড়ু উড়ু কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের কড়া হুকুম—হোষ্টেলের ছেলেরা এক-দিনের বেশী রাত জাগ্‌তে পারবে না।

নাড়ু বল্লে—রেখে দে তোর হেড্‌মাষ্টারের হুকুম—রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ পালিয়ে যাওয়া যাবেখ'ন।

সত্য বল্লে—তাই ভালো। শুন্‌ছি—আজকে নাকি পালাটা একটু দেরী ক'রে সুরু হবে।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ব'সে গল্প কর্‌ছি, সত্য এসে খবর দিলে—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দরজা বন্ধ ক'রে শু'য়ে পড়েছে।

জামা গায়ে দিয়ে আমরা গুটি-গুটি সব বেরিয়ে পড়্‌লুম।

সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। পালাটা ছিল বোধ হয় মহিষাসুর বধ। খুব মজা ক'রে যুদ্ধ দেখ্‌ছি—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে পেছন ফিরে দেখি, আমাদের হোষ্টেলেরই একটি ছেলের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বচসা হ'চ্ছে।

নাড়ু বল্লে—চল্‌তো দেখি, কি হ'চ্ছে ওখানে?

মহিষাসুরের যুদ্ধ দেখতে তখন এত ব্যস্ত যে, ওঠবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। বল্লুম—কি আবার হবে,

গোল্‌মাল-টোল্‌মাল হ'য়েছে বোধ হয়—এক্ষুণি মিটে যাবেখ'ন।

আমার হাত ধরে টেনে তুলে নাড়ু বল্লে—না—না চল্—

নিতান্ত অনিচ্ছায় সেখানে পৌঁছে দেখি—শ্রাদ্ধ অনেক-দূর গড়িয়েছে।

ব্যাপার এই—বাজারের কর্ত্তার জনকয়েক কর্ম্মচারী এয়েছেন—যাত্রা শুন্‌তে—তাই [illegible] উঠে নাকি তাদের জন্যে যায়গা করে দিতে দিবে।

ছেলেটা নানা রকমে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ছে যে, তাদের এইখানেই বস্‌তে দেওয়া হ'য়েছে, কর্ম্মচারীদের অন্য কোথাও যায়গা ক'রে দেওয়া ভালো।

কিন্তু যে ভদ্রলোক যায়গা কর্‌তে এসেছিলেন, তিনি সে কথাটা কিছু বুঝেছেন এ রকম কোনই ভাব দেখা গেল না। বরং হঠাৎ যেন পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠে ছেলেটার হাত ধরে টান্ দিয়ে বল্লেন—না, তোমরা এখানে বস্‌তে পারবে না।

আর যাবে কোথা—নাড়ু ছিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে—সে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের ঠিক নাকের ডগার ওপর এক ঘুসি মেরে বল্লে—মশাই, নেমন্তন্ন ক'রে এনেছেন—সে-টা খেয়াল আছে?

আচম্‌কা এই রকম একটা ঘটনায় আসরে ভীষণ হৈ-চৈ চীৎকার উঠল। কর্ম্মচারীর দল এসে নাড়ুর ওপর রুখে

নাকের ডগার ওপর এক ঘুসি...

দাঁড়াল—হোষ্টেলের ছেলের দলও নেহাৎ কম নয়! আসরের চারিদিকে যে সব বাঁশ পোতা ছিল, তাই তুলে

নিয়ে তারাও নূতন ক'রে মহিষাস্থরের পালা স্থরু ক'রে দিল।

সত্য আমার কাণে ফিস্-ফিস্ ক'রে বল্লে—শিগগীর ছুটে গিয়ে হোষ্টেলের ছেলেদের খবর দে—তৎক্ষণে চারদিকে মার-মার রব উঠে গেছে।

পাঁচিল টপকে গিয়ে হোষ্টেলে খবর দিতেই—টেনিস্, র‍্যাকেট যে যা সাম্‌নে পেল নিয়ে ছুট্—ছুট্।

প্রথমটা আমাদের দলটা ছিল নেহাৎই কম, এইবার নতুন দল আসতে দেখে তারা যেন দ্বিগুণ বল পেল—তার ওপর নাড়ু আর সত্যের জীমনাষ্টিক করা শরীর—ওরা দু'জনেই প্রায় একশো। শুধু মার-মার চীৎকার। খানিক বাদে বাজারের লোক যে কে কোথা দিয়ে সট্‌কে পড়ল তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে বড় বড় সব ঝাড় লণ্ঠন গুঁড়িয়ে এক্‌সা হ'য়ে গেল। শেষটায় দেখা গেল মারামারির ফলে আমাদের দলের একটি ছেলের একখানা পা ভেঙ্গে গেছে, তাকে কাঁধে তুলে আমরা তক্ষুণি হোষ্টেলে ফিরে এলুম।

পরদিন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুম্‌কিতে মারামারির সব খবর বেরিয়ে পড়ল এবং এও জান্‌তে বাকি রইল না যে এ মারামারির নেতা আমাদেরই নাড়ু।

পরদিন ক্লাশে যেতে হেড্‌মাষ্টার ইস্কুল ছুটি দিয়ে আমাদের মতো সব দাগী আসামীদের ডেকে পাঠালেন।

কড়া বিচারে সক্কলকার পাঁচ টাকা করে জরিমানা হ'ল। সব শেষে তিনি নাড়ুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বল্লেন, "আমি জানি—তুমিই এ দুষ্কর্ম্মের নেতা—। একমাস তুমি কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পারবে না—আর সক্কলকার সাম্‌নে নাকে খৎ দিতে হ'বে—যা'তে আর এমনটি না হয়।

নাড়ু মাথা উঁচু করে বল্ল—তা' আমি পারবো না স্যার। হেড্‌মাষ্টার ফোস্‌ করে উঠে জবাব দিলেন—৭দিন তোমায় সময় দিলুম—এর মধ্যে ভেবে ঠিক কর। হয় আমার কথা মত কাজ করতে হবে—নইলে ডিরেক্টর আপিসে জানিয়ে তোমায় আমি রাষ্টিকেট করবো।

নাড়ুকে নিয়ে আমরা সবাই চলে এলুম। সক্কলকার মনেই যেন কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা কাঁটার মতো খচ্‌ খচ্‌ করে বিঁধতে লাগ্‌লো।

সাতটা দিন বইত নয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল!

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হ'ল—আজ কি যেন একটা কাণ্ডই না ঘটে—নাড়ুকে আমি ভালো করেই জানি সে ভাঙ্‌বে কিন্তু মচ্‌কাবে না।

হঠাৎ নাড়ুর বিছানার দিকে তাকাতেই প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একি খাট্ খালি যে!

দু'পা এগোতেই বিছানায় একটা চিঠির ওপর নজর পড়ল। চিঠিটা এই—

ভাই নীলু,

এতদিনের মেলামেশার ফলে যদি আমায় চিনে থাকিস্ ত' এটা হয়ত বেশ ভালো করেই বুঝেছিস্ যে আমার এই বেপরোয়া জীবনে কারো কাছে মাথা নীচু আমি করিনি— করবো না, আমি এ দেশ ছেড়ে চল্লুম। আমেরিকা যাওয়ার একটা হঠাৎ-পাওয়া-সুযোগ আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। কি করে যাচ্ছি—কেন যাচ্ছি—তা তোর সঙ্গে ভ্যাখা করে বল্লুম না—কারণ, জানি তা হ'লে তুই আমার যাওয়ার পথে বাধা হবি। যদি কখনো মানুষ হ'য়ে ফির্তে পারি, তবেই তোদের সঙ্গে জীবনে আবার সাক্ষাৎ হ'বে— নইলে এই শেষ।

তোদের নাড়ু

ঝুপ্ করে বিছানার ওপর বসে পড়লুম।

নাড়ুর বালিশটা সরাতেই আর একখানা চিঠি বেরিয়ে এলো। খামের চিঠি খুলে দেখি মাসিমার হাতের লেখা।

একটা যায়গায় চোখ পড়তে দেখি লেখা রয়েছে—তুমি এমন করে যে আমাদের মাথা হেঁট কর্‌বে তা' কোনো দিনের তরেই বুঝ্‌তে পারি নি। হেড্‌মাষ্টার মশায় চিঠি লিখেছেন, তুমি সমস্ত হোষ্টেলের ছেলেদের নষ্ট করছ—লেখাপড়া ছেড়ে—সবাই দল বেঁধে তোমার কথায় মারামারি করে বেড়াচ্ছে। তুমি একা নষ্ট হ'য়ে যাও সেইটেই আমি সইতে পাচ্ছিনে—তার ওপর এতগুলি ছেলে যদি তোমার কথায় অধঃপাতের পথে চলে যায় ত' তাদের বাপ মায়ের দেওয়া অভিশাপে আমার চোখের জল আর সারা জীবনে শুকুবে না।

হেড্‌মাষ্টার মশাই আরো জানিয়েছেন—তোমার কথা শুনে ছেলেরা কেউ আর তাঁর কথা শুন্‌ছে না—এত বড় একটা দুষ্কৃতির জন্যেই কি আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় মানুষ করেছিলাম ?

পড়াশুনোয় যদি তোমার আর মতি না থাকে—পত্র পাঠ বাড়ী চলে এসো—এমন করে দশের সর্ব্বনাশ আমি তোমায় কিছুতেই কর্‌তে দিতে পার্‌বো না······

চিঠি দু'খানা পড়ে নির্ব্বাক হ'য়ে বসে রইলুম।

নাড়ুর দেশত্যাগের কারণ আমার কাছে জলের মতো সাফ্ হ'য়ে গেল। ঘুরে ফিরে শুধু এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল—হেড্মাষ্টার এতবড় একটা মহৎ প্রাণের মূল্য যাচাই কর্তে পার্লেন না, তাই না তার উপর এতটা অবিচার করে বস্লেন!

আজ শুধু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে এই কথাটাই বল্তে লাগলুম,—জগদীশ, যারা ওকে দেশ ছাড়া কর্ল—ওকে চিন্তে না পেরে—ওর ওপর অবিচার করে নিজের পাপের বোঝা ভারী করে তুল্ল—তাদের নাড়ু ক্ষমা কর্তে পারে কিন্তু তোমার হাত যেন এড়িয়ে না যায়! চোখের জলে চিঠির কাগজের লেখাগুলো ঝাপ্সা হ'য়ে এলো।

আজ জীবনের চলার পথে অনেকদূর এসে পড়েছি। বছর দুই আগে এক আমেরিকা ফেরৎ ভদ্রলোকের কাছে

শুনলুম, নাড়ু এখন সেখানকার রামকৃষ্ণ-মঠের সম্পাদক। তার বেপরোয়া জীবনে সেখানে সে পরশমণির সন্ধান পেয়েছে।